রাজশাহী বিভাগের সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

(জুন, ২০২১ পর্যন্ত সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা সর্বমোট: ১৪৮টি)

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. ছোট সোনা মসজিদ		**১. চাঁপাইনবাবগঞ্জ** (মোট ১৮টি)	**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৮'৪৯.৪"উ. ৮৮°০৮'৩৫.৩"পূ.	No. 11374 p. Government of Bengal Political Branch Calcutta, the 15th April 1932	পনের গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (খ্রিঃ ১৪৯৩-১৫১৯) ৮৯৯ হিজরি থেকে ৯২৫ হিজরির মধ্যে জনৈক আলীর পুত্র ওয়ালী মুহাম্মদ কর্তৃক রজব মাসের ১৪ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে শিলালিপি থেকে জানা যায়। লিপিটি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় সঠিক তারিখ ও সাল না পাওয়ায় সাধারণভাবে মসজিদটির নির্মাণকাল সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালকেই (১৪৯৩-১৫১৯) নির্দেশ করা হয়ে থাকে।
২. ছোট সোনা মসজিদের নিকটস্থ পাথরের সমাধি			**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৮'৪৯.৫"উ. ৮৮°০৮'৩৭.১"পূ.	No. 11374 p. Government of Bengal Political Branch Calcutta, the 15th April 1932	ছোট সোনা মসজিদের পূর্বদিকের তোরণ থেকে সামান্য পূর্ব-উত্তর দিকে ৩.২৩ মিটার আয়তনের মঞ্চাকারে নির্মিত একটি উঁচু বেদীতে পাশাপাশি অবস্থানরত ২টি বাঁধান কবর আছে। কবরের দেয়ালে উৎকীর্ণ লিপিতে কোরানের বাণী আছে। কবর ২টি মসজিদ নির্মাতা ওয়ালী মোহাম্মদ ও তাঁর পিতা আলীর বলে মিঃ ক্রেইটন অনুমান করেন।
৩. শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওয়ালী মসজিদ			**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'০৫.০"উ. ৮৮°০৮'২১.৩"পূ.	No.F.16-61/50, Ests. Dated the 5th August, 1950	শিবগঞ্জ উপজেলার ফিরোজপুরে অবস্থিত শাহ নেয়ামতুল্লহ (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐশ্বর্য্যমন্ডিত তিন গম্বুজ জুম্মা মসজিদটি মোঘল যুগের একটি বিশিষ্ট স্থাপত্য কীর্তি। এটি ১৬৩৬ খ্রিঃ থেকে ১৬৫৮ খ্রিঃ এর মধ্যে নির্মিত হয়। মসজিদের ভেতর ও বাইরে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারুকার্য নেই। তিনটি প্রবেশপথ ও ভেতরে তিনটি মেহরাব রয়েছে। দেয়ালে কয়েকটি তাক রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ নিয়মিতভাবে এই মসজিদে জুম্মা নামাজ আদায় করে থাকেন।
৪. শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর সমাধি	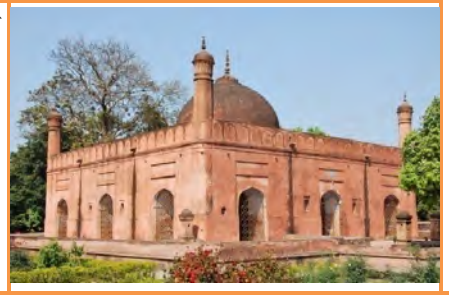		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'০৬.৯"উ. ৮৮°০৮'২১.৯"পূ.	No.F.16-61/50, Ests. the 5th August, 1950	সুলতান শাহ সুজার রাজত্বকালে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ) শাহ নেয়ামতুল্লহ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজমহলে এসে গৌড়ের উপকণ্ঠে পিরোজপুরে স্থায়ীভাবে আস্তানা স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন তিনি এতদঅঞ্চলে সুনামের সাথে ইসলাম প্রচার করে ১০৭৫ হিজরী (১৬৬৪খ্রিঃ) মতান্তরে ১০৮০ হিজরীতে (১৬৬৯খ্রিঃ) পিরোজপুরেই সমাধিস্থ হন। সেই সমাধিস্থলটি বর্তমানে ইসলামী ধর্মীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন বহন করছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫. শাহ সুজার তাহখানা			**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'০৩.৮"উ. ৮৮°০৮'২২.২"পূ.	No.F.18/37/54Ests. Dt: 3 November, 1954	শাহ নেয়ামতুল্লাহ ওয়ালীর মাজার সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে সুলতান শাহ সুজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ইমারতটির ভগ্নাবশেষ মুঘল যুগের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এ ইট নির্মিত ইমারতটি তাহাখানা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে মোট ১৭টি কক্ষ আছে। গৌড়ের প্রাচীন কীর্তি সমূহের মধ্যে এ শ্রেণির ইমারত এ ১টিই পরিলক্ষিত হয়।
৬. দারাস বাড়ী মসজিদ			**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'৫৬.৬"উ. ৮৮°০৮'১১.৩"পূ.	No. 80-Mis. Dt. 14-1-1916	ছোট সোনা মসজিদ ও কোতোয়ালী দরজার মধ্যবর্তী স্থানে ওমরপুরের সন্নিকটে দারসবাড়ি মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি ভগ্নস্তুপে প্রাপ্ত লিপি অনুসারে ৮৮৪ হিজরী বা ১৪৭৯ সালে দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। মসজিদের পরিমাপ বাইরের অংশে উত্তর- দক্ষিণে ১১১ ফুট এবং পুর্ব-পশ্চিমে ৬৭ ফুট। সম্মুখে ১৬ ফুট প্রশস্ত একটি বারান্দাও ছিল। মসজিদের পূর্বদিকে ৭টি দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরো চারটি দরজা ছিল। ফলে মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা ছিল ২৪টি এবং ভল্টের সংখ্যা ছিল ৪টি।
৭. দারাস বাড়ী মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা ঢিবি			**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'৫৮.৫"উ. ৮৮°০৮'১৮.৬"পূ.	No. 80-Mis. Dt. 14-1-1915 সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এল বি/১এ-৪/৭৯/৪৪/১(৩) সংক্রী, তারিখ ২৮/০৩/৭৯	শিলালিপি পাঠোদ্ধার হতে জানা যায় যে, ৯০৯ হিজরী (১৫০৩ খ্রিঃ) সনে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকাল সুলতান কর্তৃক এ মাদ্রাসাটি নির্মিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করা হয়। খননের ফলে এখানে ১৬৯ ফুট বর্গাকৃতির একটি মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। বাংলাদেশে মুসলমান সুলতানদের এটি একটি অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন। অনুরূপ কোন নিদর্শন অদ্যাবধি এ দেশে আবিষ্কৃত হয়নি।
৮. ধানীচক মসজিদ			**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'৫৪.৭"উ. ৮৮°০৯'০০.৮"পূ.	No. 80-Mis. Dt. 14-1-1916	রাজবিবি মসজিদ বা খানিয়া দিঘী মসজিদের প্রায় অর্ধমাইল দক্ষিণে মাঝারি আকারের এ মসজিদটি ধানিচক মসজিদ নামে পরিচিত। বর্তমানে মসজিদটিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যাপকভাবে সংস্কার কাজ হয়েছে এবং এটি নামাযের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এর নির্মাতা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও এটি ১৫ শতাব্দীতে নির্মিত বলে পন্ডিতবর্গ অনুমান করেন।
৯. খানিয়া দীঘি মসজিদ	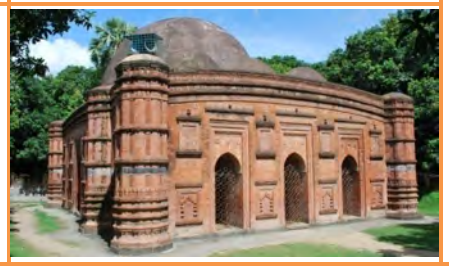		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৫০'২১.৭"উ. ৮৮°০৮'৫৩.৭"পূ.	No.F.18-37/54-Est. dated the 3rd November, 1954	খানিয়াদিঘীর অধিকতর নিকটে বলে মসজিদটিকে খানিয়া দিঘী মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে একে রাজবিবি মসজিদও বলে থাকেন। মসজিদটি ৪টি গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের কোণে অষ্টাভূজাকৃতির নিটোল বুরুজ এবং সম্মুখে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। এর নির্মাতা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও এটি ১৫ শতাব্দীতে নির্মিত বলে পন্ডিতবর্গ অনুমান করেন।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০. দুধ পুকুর ঢিবি (দুধ পুকুর মাউন্ড)			**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের কাঞ্চনপুর মৌজায় ৮৫ নং দাগের উপর এটি অবস্থিত। এর পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৪৫ মিটার ও পুর্ব-পশ্চিমে ৩৪ মিটার। পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে উচ্চতা আনুমানিক ৫ মিটার। ঢিবিটি উত্তর পাশে একটি পুকুর রয়েছে। ঢিবিটি স্থানীয় ইট সংগ্রহকারীদের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ঢিবিটির উপর এখনও অসংখ্য ইট ও ইটের টুকরা লক্ষ্য করা যায়।
১১. খোজার ঢিবি			**শিবগঞ্জ** শিয়ালমারা	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫	খোজার ঢিবিটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের দারিগাছা মৌজার শিয়ালমারা গ্রামে অবস্থিত। এ স্থলটি খোজার ডিহি নামেও এলাকাবাসির নিকট পরিচিত। প্রাচীন এ সাংস্কৃতিক ঢিবিটির দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৬০ মি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫০ মি। এর উচ্চতা সমতল ভূমি হতে ৩ মিটার উঁচু। খুব সম্ভব এটি একটি সুলতানী আমলের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। ঢিবিটির চারপাশে প্রচুর পরিমাণে মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং বড় বড় কাল পাথরের স্তম্ভ এখনো এখানে সেখানে পড়ে আছে। এখানে ২১ টি পাথরের টুকরা একত্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে।
১২. টিয়াকাটি কালভার্ট-১			**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের সিংগারহাট মৌজার টিয়াকাটি গ্রামে এ কালভার্টটি অবস্থিত। বাংলার স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহী হতে হোসেন শাহী সুলতানগণের শাসনামলে এ কালভার্টটি নির্মিত হয়েছিল। কালভার্টটি চুন-সুড়কি ও ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। কালভার্টটি মূলত পানি নিষ্কাশন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজিকরণে নির্মিত হয়েছিল।
১৩. টিয়াকাটি কালভার্ট-২			**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের সিংগার হাট মৌজার টিয়াকাটি গ্রামে এটি অবস্থিত। বাংলার স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহী হতে হোসেন শাহী সুলতানগণের শাসনামলে এ কালভার্টটি নির্মিত হয়েছিল। কালভার্টটির পশ্চিম দিকে খিরির বিল এবং পূর্ব দিকে পাগলানদী এবং বানিয়াদিঘী প্রবাহিত। চুনবালি মিশ্রণে পোড়া ইট দ্বারা তৈরি কালভার্টটি সুলতানী আমলে মূলত যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এর গভীরতা ২ মি এবং ৪ মি প্রশস্ত।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪. **কমুরা দীঘি ঢিবি** (কামার দিঘি মাউন্ড)			**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫	এ প্রত্নস্থল ছোট সোনা মসজিদ থেকে ৫ কিমি উত্তর-পূর্ব শাহবাজপুর ইউনিয়নের চাপড় মৌজার জিয়ারপুর গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটিকে কয়রাদিঘী দরগা নামেও চিহ্নিত করা হয়। প্রত্নস্থলটির দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৪২মি. এবং পুর্ব-পশ্চিমে ৪০মি.। এর উচ্চতা ২.৫০ মিটার। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সাংস্কৃতিক ঢিবি হিসেবে রয়েছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্থাপত্য কাঠামোটি উন্মোচন করা সম্ভব হবে এবং দর্শক পর্যটকদের সম্মুখে উপস্থাপনযোগ্য করা যাবে।
১৫. **গৌড়ত্ব দুর্গ প্রাচীর (বাংলাদেশ অংশ)**			**শিবগঞ্জ** শিয়ালমারা	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫	গৌড় দুর্গের দক্ষিণ প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে রয়েছে 'কোতওয়ালী দরজা' নামের একটি ভাঙা অংশ। এটিকে গৌড়ের সিংহদ্বার বলা হয়। এখানে নগরপুলিশ (কোতওয়াল) গৌড় নগরীর দক্ষিণ দেয়াল রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত থাকতো। ভিতরে ও বাইরে প্রতিটি সম্মুখভাগে ৬ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট দুটি করে মোট চারটি অর্ধবৃত্তাকার বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলোর প্রতি পার্শ্বে অলংকৃত স্তম্ভের উপর স্থাপিত কুলঙ্গি রয়েছে। এ তোরণ অভ্যন্তরে সশস্ত্র প্রহরীদের আবাস কক্ষগুলি বিভিন্ন প্রকার নকশাযুক্ত কারুকাজ ও পোড়ামাটির অলংকরণে সুসজ্জিত। বর্তমানে খিলান ভেঙ্গে পড়েছে।
১৬. **কানসাট রাজবাড়ী**			**শিবগঞ্জ**	২৪°৪৩'৫৪.০"উ. ৮৮°১০'১০.৯"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৭ এপ্রিল ২০১১	কানসাট রাজবাড়ী জমিদার বংশের আদি পুরুষরা পূর্বে বগুড়া জেলার কড়াইঝাকইর গ্রামে বসবাস করতেন। তখন সেখান থেকে এসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাট নামক গ্রামে এসে বসতি গড়ে তোলেন। তারপর এখানে তারা জমিদারি প্রথা চালু করেন। তবে কবে তারা জমিদারি চালু করেন তা জানা যায়নি। এ জমিদার বংশের মূল প্রতিষ্ঠাতা হলেন সূর্যকান্ত, শশীকান্ত ও শীতাংশুকান্ত।
১৭. **রহনপুর প্রাচীন সৌধ**			**গোমস্তাপুর** রহনপুর	২৪°৪৯'২৯.৯"উ. ৮৮°২০'০৪.৯"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ ০৩ মার্চ ১৯৭৮	রহনপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে আধা কিলোমিটার পূর্বে এবং অত্যন্ত প্রাচীন এ ঢিবিটি নওদা বুরুজ হতে আধা কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর পৌরসভার ধুলাউড়ি গ্রামে অবস্থিত। এটি একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টাকোণাকৃতির সমাধি সৌধ। চার দেয়ালে চারটি কুলুঙ্গি আছে। গম্বুজের ভিতরে এক সারি মারলন ডেকোরেশন আছে। সমাধি সৌধটির চুন ও সুরকীর গাঁথুনি এবং নির্মাণ শৈলী দেখে এটি বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে নির্মিত হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যায়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮. নওদা বুরুজ ঢিবি ও তৎসংলগ্ন অপেক্ষাকৃত নীচু ঢিবি (ষাঢ় বুরুজ)			**গোমস্তাপুর** রহনপুর	২৪°৪৯'৪৯.৪"উ. ৮৮°২০'১০.৭"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ ১৭ নভেম্বর ১৯৭৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ২৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র রহনপুর। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ক্ষুদ্র অথচ খরস্রোতা নদী পুণর্ভবা। আর রহনপুরের রেল স্টেশনের ঠিক উত্তরে ১ কিমি গেলেই বেশ উঁচু একটি ঢিবি নজরে পড়ে। মূলভূমি থেকে প্রায় ৭৪ ফুট উঁচু এবং ৩৫০শ ফুট পরিধি এই বুরুজ। এটি একেবারে খাড়া নয় অনেকটা পিরামিডের মত। এই স্থানটি নওদা বুরুজ বা স্থানীয়ভাবে ষাড় বুরুজ নামে পরিচিত।
১৯. বাগধানী জামে মসজিদ		**২. রাজশাহী** (মোট ২৬টি)	**পবা**	২৪°২৯'২৬.৩"উ. ৮৮°৩৪'৪৫.৪"পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১০৯.১৪ (অংশ)-৭৪ তারিখ: ০৬-০২-২০১৭	রাজশাহী জেলার সদর হতে প্রায় ১৫ কিমি উত্তরে পবা উপজেলার বারনই নদীর তীরে মসজিদটি অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট স্থাপত্য শৈলীতে দৃষ্টিনন্দন এবং আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ১৯.৮৫ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৮.৭০ মি.। মসজিদটি ৩টি গম্বুজ, ৪টি গম্বুজ আকৃতির পিলার, ৩টি মেহেরাব, ৩টি দরজা, ২টি জানালা এবং ১টি মিনার বিশিষ্ট।
২০. **বড় কুঠি**			**রাজশাহী সদর** বোয়ালিয়া	২৪°২১'৪৩.৬"উ. ৮৮°৩৫'৫৩.৫"পূ. .	বাংলাদেশ গেজেট ২১ জুন ২০১৮	'বড় কুঠি' বিশালাকারের প্রায় বর্গাকার দ্বিতল ভবন। পদ্মা নদীর তীর ঘেঁষে তৈরি এ দ্বিতল ভবনের বিভিন্ন সময়ে সংস্কার/মেরামতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। গত প্রায় পৌনে ৩০০ বছরে বড় কুঠির মালিকানা একাধিকবার পরিবর্তনের ফলে কাঠামোর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু নতুন স্থাপনাও সংযুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এ ভবনের সঙ্গে নতুন স্থাপনার সংযোগ হলেও ডাচ্ নির্মিত প্রধান ভবনের আদি বৈশিষ্টের অনেকটাই এখনও অক্ষুন্ন রয়েছে।
২১. **পুঠিয়া রাজবাড়ী**			**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪২.৮"উ. ৮৮°৫০'১১.৯"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	দ্বিতল বিশিষ্ট আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত পুঠিয়া রাজবাড়িটি একটি আকর্ষণীয় ইমারত। ১৭ কক্ষ বিশিষ্ট রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশ পথ বা সিংহ দরজা উত্তর দিকে অবস্থিত। চুন সুরকীর মসলা ও ইট দ্বারা নির্মিত রাজবাড়ির সম্মুখভাগে আকর্ষণীয় ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সামনের স্তম্ভ এবং এর অগ্রভাগের অলংকরণ এবং কাঠের প্যারাপেটসমূহ রাজবাড়ীর নান্দনিকতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২. **গোবিন্দ মন্দির** (বড় গোবিন্দ মন্দির)			**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪১.৮"উ. ৮৮°৫০'১৩.৪"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ অক্টোবর ১৯৭৫	পুঠিয়া পাঁচ আনি জমিদার বাড়ি অঙ্গনে অবস্থিত গোবিন্দ মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি। ১৮'শ খ্রিস্টাব্দের ১ম দিকে রাজা প্রেমনারায়ণ রায় এ মন্দির নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। একটি উঁচু বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরটির কেন্দ্রস্থলে আছে একটি ১টি গর্ভগৃহ ও চার কর্ণারে ৪টি বর্গাকৃতির ছোট কক্ষ আছে। গর্ভগৃহের চারপাশে ৪টি খিলান প্রবেশ পথ আছে। তবে মূল প্রবেশ পথটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বারান্দার পিলারগুলো উন্নতমানের চমৎকার পোড়ামাটির অলংকরণ দ্বারা সজ্জিত।
২৩. **জগধাত্রী মন্দির**			**পুঠিয়া**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ অক্টোবর ১৯৭৫	জগধাত্রী মন্দির একটি প্রাচীন উঁচু আয়তাকার মন্দির। এর অভ্যন্তরে ৩টি কক্ষ আছে। মন্দিরটির উচ্চতা ৮মি, দৈর্ঘ্য ১৬.৩০মি. এবং প্রস্থ ১০.৪৭মি.। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। মন্দিরের দেয়ালে পলেস্তরার উপরে চিত্র লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটি উনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মাণ করা হয়।
২৪. **দোল মন্দির**			**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৬.৬"উ. ৮৮°৫০'১৪.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ অক্টোবর ১৯৭৫	বর্গাকারে নির্মিত ৪ তলা বিশিষ্ট দোল মন্দিরটি একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা। পুঠিয়ার পাঁচ আনি রাজা ভূবনেন্দ্র নারায়ণ রায় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরে প্রত্যেক বাহু ২১.৫৪ মি দীর্ঘ। দোলমঞ্চ আকারে মন্দিরটি ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। অর্থাৎ মন্দিরের দ্বিতল নিচের তলা থেকে ছোট, ত্রিতল দ্বিতলের চেয়ে ছোট এবং ত্রিতলের উপরে চতুর্থ তলাটি আরও ছোট। চতুর্থ তলের উপরে আছে মন্দিরের গম্বুজাকৃতির চূড়া।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৫. **বড় শিব মন্দির**	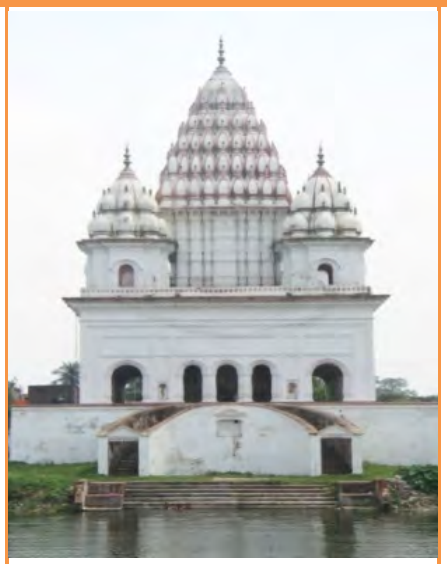		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৫০.৩"উ. ৮৮°৫০'১৩.২"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ অক্টোবর ১৯৭৫	পাঁচআনী জমিদার বাড়ীর রানী ভূবনময়ী দেবী এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এ মন্দিরকে ভূবনেশ্বর মন্দিরও বলা হয়ে থাকে। বাংলা ১২৩০ সালে মন্দিরটি নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় এবং দীর্ঘ ৭ বছর পর ১২৩৭ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর ভূবনেশ্বর শিব মন্দিরে স্থাপিত হয়। ৪.০০ মি উঁচু মঞ্চের উপর নির্মিত মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে সুপ্রশস্ত সিঁড়িসহ প্রধান প্রবেশ পথ রয়েছে। বর্গাকারে নির্মিত মূল মন্দিরের পরিমাপ ১৪.৩০মি। মন্দিরের চারপাশে টানা বারান্দা আছে। বারান্দায় ৫টি করে খিলান প্রবেশ পথ আছে। বারান্দার পিলারগুলোর নিচের অংশ চমৎকারভাবে অলংকৃত। মন্দিরের মূল কক্ষের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে খিলান প্রবেশ পথ আছে। মন্দিরের উপর চারকোণে ৪টি ও কেন্দ্রস্থলে ১টি চুড়া বা রত্ন আছে। কেন্দ্রীয় চুড়াটি প্রায় ২০মি উঁচু।
২৬. **ছোট শিব মন্দির**			**পুঠিয়া**	২৪°২১'৩৯.৭"উ. ৮৮°৫০'০৯.২"পূ.	No. Sha: 0i/1A-16/86/545-1968 Dt. 29-7-1987	পুঠিয়া রাজবাড়ি হতে সামান্য দক্ষিণে পুঠিয়া-আড়ানী সড়কের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত মন্দরিটি ছোট শিব মন্দির নামে পরিচিতি। বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত মন্দিরটির প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৪.২০ মি.। দক্ষিণমুখী মন্দিরটিতে একটি খিলান সংযুক্ত প্রবশে পথ রয়েছে। উপরে ছাদের আকার অনেকটা মঠ আকৃতির হলেও এটি চৌচালা হিসেবে নির্মিত। ছাদের কার্ণিশগুলো ধনুকের ন্যায় বাঁকানো এবং পোড়া মাটির ফলক চিত্র সংযোগে সজ্জতি। ছাদের চৌচালার চারকোণে এবং শীর্ষদেশে কয়েকটি আমলকার অংশযুক্ত লৌহদন্ড কেন্দ্রিক ফিনিয়েল প্রতিস্থাপিত হয়েছে। প্রবেশ পথে খিলানের পরিপার্শ্বস্থ পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত করা হয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৭. **রথ মন্দির**	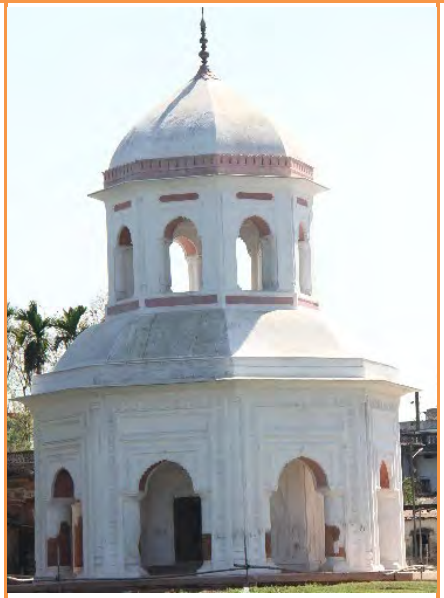		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৯.৯"উ. ৮৮°৫০'১৪.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর ১৯৭৮	বড় শিব মন্দির সংলগ্ন পূর্বে এবং শিবসাগর দীঘির দক্ষিণ পাশে জগন্নাথ মন্দির বা রথ মন্দির অবস্থিত। পাতলা ইট ও চুন সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত এ মন্দিরটি ১৮২৩ খ্রিঃ রানী ভূবনময়ী কর্তৃক নির্মিত বলে জানা যায়। এ মন্দিরটিতে পোড়ামাটির কোন চিত্রফলক না থাকলেও এর নির্মাণশৈলী বেশ চমৎকার। অষ্টকোণ আকারে নির্মিত গম্বুজাকৃতির ছাদ বিশিষ্ট এ মন্দিরের চারপাশে টানা বারান্দা আছে। এর চারপাশে প্রদক্ষিণ পথ বা বারান্দা আছে। বারান্দায় ৮টি পিলার আছে। উত্তর ও পূর্ব পাশে দুটি প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথের চৌকাঠে বেলে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। বেলে পাথরের চৌকাঠে চমৎকার অলংকরণ আছে। দোতলার কক্ষগুলো আকারে ছোট এবং এটির চারপাশে উন্মুক্ত প্রবেশ পথ আছে। এ মন্দিরের উপর গম্বুজ আকৃতির ছাদ আছে। ছাদের উপর কলস আকৃতির ফিনিয়েল দ্বারা শোভিত। মন্দিরটি বর্তমানে জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।
২৮. **ছোট আহ্নিক মন্দির**			**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪১.৫"উ. ৮৮°৫০'১০.৯"পূ.	No. LB/1A-22/78/640(3)-Cult. Dt. 23-9-1978	পুঠিয়া রাজবাড়ি সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে এ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি সতের খ্রিষ্টাব্দে প্রেম নারায়ন রায় কর্তৃক নির্মিত বলে জানা যায়। আয়তাকারে নির্মিত উত্তর দক্ষিণে লম্বা এ মন্দিরের পরিমাপ ৭.৪০মিটার ও ৫.০০মিটার। মন্দিরের পূর্বদিকে পাশাপাশি ৩টি এবং দক্ষিণ দেয়ালে ১টি খিলান দরজা আছে। মন্দিরের ছাদ দোচালা আকৃতির এবং আংশিক বাঁকানো। মন্দিরের উত্তর পশ্চিম দেয়ালের বহিরাংশ সমতল এবং কোন অলংকরণ নেই। তবে কর্ণার ও কার্ণিশসমূহ পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা চমৎকারভাবে অলংকৃত।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৯. গোপাল মন্দির			পুঠিয়া কৃষ্ণপুর	২৪°২১'৪৪.৬"উ. ৮৮°৫০'০৬.০"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর ১৯৮৭	চার আনী মন্দির চত্বরের উত্তর পাশে অবস্থিত আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট মন্দিরের পরিমাপ ১২.৮০ ও ৭.৮০ মি। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ৩টি এবং পুর্ব ও পশ্চিম দিকে ১টি করে প্রবেশ পথ আছে। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরের উত্তর দিক ব্যতীত অপর তিন দিকে বারান্দা আছে। মন্দিরের দ্বিতীয় তলায় উঠার জন্য পশ্চিম দিকে সিড়ি আছে। উপর তলার কক্ষের দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি এবং পশ্চিম দেয়ালে ১টি প্রবেশ পথ আছে। এটি খ্রিষ্টীয় ১৮/১৯ শতকে নির্মিত বলে অনুমিত হয়।
৩০. ছোট গোবিন্দ মন্দির	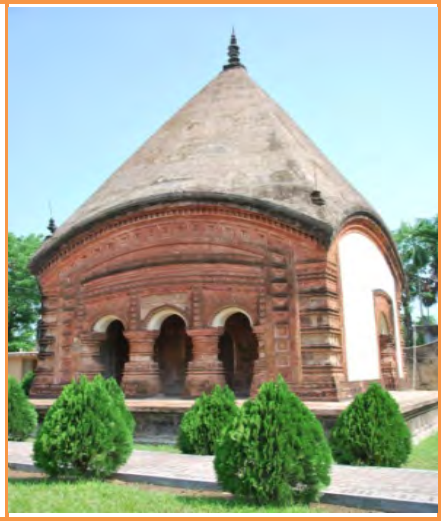		পুঠিয়া	২৪°২১'৪৪.৪"উ. ৮৮°৫০'০৫.৬"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৯ অক্টোবর ১৯৭৫	বড় আহ্নিক মন্দিরের অতি সন্নিকটে উত্তর পাশে ছোট গোবিন্দ মন্দির অবস্থিত। মন্দরিটি ৩১ সেমি উচু চুন-সুরকির পলেস্তারা নির্মিত ভিত্তি মঞ্চের উপর প্রতষ্ঠিত। বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত মন্দিরটির প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৭.৮৫ মি.। মন্দিরের ছাদগুলো চৌচালা আকৃতিতে নির্মিত এবং ছাদের কার্ণিশগুলো কিছুটা ধনুকের ন্যায় বাঁকানো। চৌচালাগুলোর শীর্ষদেশ কেন্দ্রস্থিত ফিনিয়েলের সাথে মিলিত হয়েছে। মন্দিরটির পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে খিলান সংযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। মন্দিরের দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি খিলান সংযুক্ত প্রবশে পথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। পূর্ব ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশ পথ দু'টো বারান্দার সাথে সংযুক্ত রয়েছে।
৩১. বড় আহ্নিক মন্দির			পুঠিয়া	২৪°২১'৪৪.২"উ. ৮৮°৫০'০৫.১"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮	চারআনী চত্বরের সর্ব দক্ষিণের মন্দিরটি হল বড় আহ্নিক মন্দির। এ মন্দিরে কোন শিলালিপি না থাকলেও এটি পুঠিয়া চারআনী জমিদার কর্তৃক আঠার ও উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আয়তাকার এ মন্দিরের পরিমাপ ১৪.৬০ ও ৪.৪৫মি। পূর্বমুখী এ মন্দিরে পাশাপাশি ৩টি কক্ষ আছে। মাঝের কক্ষটি আয়তাকার এবং বড়। এটির পূর্ব দিকে তিনটি খিলান প্রবেশ পথ আছে এবং উপরের ছাদ চৌচালা আকৃতির। সম্মুখের দেয়াল অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা সজ্জিত।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২. **সালামের মঠ (গোপাল মন্দির)**	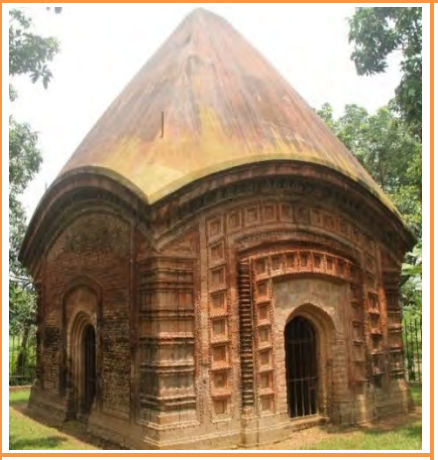		**পুঠিয়া**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর ১৯৮৭	পুঠিয়া বাজার থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে কৃষ্ণপুর গ্রামে খোলা মাঠে এ মন্দিরটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটি ''সালামের মঠ'' নামে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি গোবিন্দ মন্দির। বর্গাকারে নির্মিত এ মন্দিরের পরিমাপ ৪.২৫ মিটার এবং চারপাশের দেয়াল ০.৬৫ মিটার চওড়া। পূর্বমুখী দক্ষিণ দেয়ালে ১ টি করে প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথের উপর ও এর চারপাশে চমৎকার পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা সজ্জিত। মন্দিরের ভিতরে পশ্চিম ও উত্তর পাশের দেয়ালে ৩ টি করে এবং দক্ষিণ পাশের প্রবেশ পথের দু'পাশে ২ টি করে নিস বা কুলঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরে কোন শিলালিপি না থাকলেও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও শিল্পশৈলীর বিচারে এটি ১৭শ-১৮শ শতকে মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।
৩৩. **খিতিশ চন্দ্রের মঠ (শিব মন্দির)**	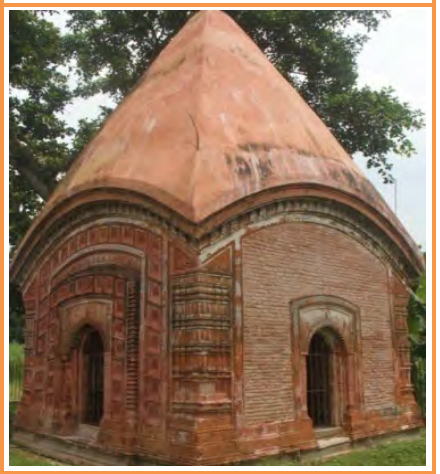		**পুঠিয়া** কৃষ্ণপুর	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর ১৯৮৭	স্থানীয়ভাবে খিতিশ চন্দ্রের মঠ হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি একটি শিব মন্দির। এ মন্দিরে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে নির্মাণশৈলীর বিচারে এটি ১৮/১৯ শতকে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়। বর্গাকারে নির্মিত এ মন্দিরের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৪.২৫ মি। মন্দিরের দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়ালে ১ টি করে খিলান দরজা আছে। তবে এ মন্দিরের দক্ষিণ পাশের প্রবেশ পথটি ছিল প্রধান প্রবেশ পথ। প্রধান প্রবেশ পথটি বাইরের দিকে কিছুটা উদগত এবং এটির দু'পাশে ও উপরে চমৎকার পোড়ামাটির ফলকচিত্র দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরে উপরে একটি উঁচু শিখর ছাদ আছে। মন্দিরের ভিতরে পশ্চিম ও উত্তর পাশের দেয়ালে ১ টি করে নিস বা কুলঙ্গি আছে। সাধারণতঃ বাতি রাখার জন্য এ ধরণের নিস বা কুলঙ্গি নির্মিত হয়েছে।
৩৪. **কেষ্ট খেপার মঠ**			**পুঠিয়া** জীবনপুর	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর ১৯৮৭	বর্গাকারে নির্মিত এ মঠের প্রতিটি বাহু ৩.৬০ মিটার লম্বা। এটির দক্ষিণ দেয়ালে ১টি মাত্র প্রবেশ পথ এবং উপরে ইট নির্মিত ২৫টি মৌচাকৃতির অদ্ভুত গঠন শৈলী বিশিষ্ট ছাদ দ্বারা আবৃত। খিলানের সাহায্যে এই অদ্ভূত প্রকৃতির ছাদ নির্মিত হয়েছে। এ মঠে তেমন কোন অলংকরণ নেই। তবে চারপাশের দেয়ালে কিছু প্যানেল লক্ষ্য করা যায়। প্যানেলগুলো বন্ধ দরজার আকৃতিতে নির্মিত। ছাদের নীচে কার্ণিশ বরাবর কিছু অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৫. **হাওয়া খানা**			**পুঠিয়া** তারাপুর	২৪°২২'১৫.৫"উ. ৮৮°৪৮'৫১.৯"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর ১৯৮৭	দ্বিতল বিশিষ্ট এ ইমারতের নীচতলার পরিমাপ ১৪.২০ ও ১৯.৯০ মিটার। খিলান আকৃতির ভিত্তি বেদীর উপর নির্মিত এ ইমারতের পশ্চিম দেয়ালে ১ টি এবং অপর ৩ দিকে ৩ টি করে খিলান প্রবেশ পথ আছে। মূল কক্ষের চারপাশে প্রশস্ত বারান্দা আছে। কেন্দ্রীয় কক্ষের পরিমাপ ৪.৯০ ও ২.৮০ মি এবং এর উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব পাশে ১ টি করে প্রবেশ পথ আছে। মূল কক্ষের পশ্চিম দেয়ালে ১ টি ছোট আকৃতির কক্ষ লক্ষ্য করা যায়। এ ইমারতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি।
৩৬. **কিসমত মারিয়া মসজিদ এবং বিবির ঘর**			**দুর্গাপুর**	২৪°২৫'৩২.৯"উ. ৮৮°৪৬'৪৮.৫"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর ১৯৮৭	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটির প্রতিটি দেয়াল .৮০ মি চওড়া। পূর্বদিকের দেয়ালে তিনটি খিলান আকৃতির দরজা আছে। পশ্চিমের কিবলা দেয়ালে ছোট তিনটি অগভীর আয়তাকার মিহরাব আছে। মসজিদটির স্থাপত্যিক বিন্যাস অনুযায়ী এটি আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়।
৩৭. **বাঘা মসজিদ**			**বাঘা**	২৪°১১'৪৫.৭"উ. ৮৮°৫০'২২.১"পূ.	No-9790-C Dt. 26-8-1907	বাংলার সুলতান নাসির উদ্দীন নুসরাত শাহ ৯৩০ হিজরী (১৫২৩-২৪ খ্রিঃ) সনে ১টি দশ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে খিলান বিশিষ্ট পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদের দেয়াল বিচিত্র ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা খচিত পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত। মিহরাবগুলিতে অতি সুন্দর কারুকার্য আছে। এ মসজিদের উত্তর পাশে সোনা মসজিদের ন্যায় দ্বিতলে একটি কক্ষ ছিল।
৩৮. **কুমারপুর ঢিবি মাজার** (আলী কুলি বেগের মাজার)			**গোদাগাড়ী**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	220.No.2312 Dt. 25-2-1925	অষ্টকোনার কর্ণার টাওয়ার আছে। বর্গাকার মাজার শরীফ, ছাদের অংশ নেই। পশ্চিম দেয়ালে অনুদ্রবিষ্ট তিনটি মিহরাব আছে। মাঝের মিহরাবটি বড়। মেঝে পাথর দিয়ে বাঁধানো। এছাড়া ঘরের মধ্যস্থল বরাবর কবর আছে। কবর পাথর বাধাঁনো।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৯. **উপর বাড়ি মাউন্ড এবং মকরমা মাউন্ড**			**গোদাগাড়ী**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	No. 2312 P. 25th February, 1925	কুমারপুর মাযার ঢিবির কিছু উত্তরে উপরবাড়ি নামক আর একটি ঢিবি আছে। রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক উপরবাড়ি ঢিবিতে আংশিক উৎখনন কার্য চালানোর ফলে একটি ইমারতের দেয়াল ও কিছু কিছু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়। খনন কাযের কিছু পরে পাহাড়পুর বিহারের খনন কাযের পরিচালক (১৯২২-২৩ খ্রিঃ) এটিকে একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে অভিহিত করেন।
৪০. **দেওপাড়া দিঘি ও দরগাহ**			**গোদাগাড়ী**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	No. 1525 Mis. 29th December 1920	১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে মিঃ সি, টি, মেটকাফ এখান থেকে 'দেওপাড়া শিলালিপি' নামক একটি প্রস্তরলিপি উদ্ধার করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কুমার শরৎ চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আরও কয়েকজন পন্ডিত এই এলাকায় অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়, শিলাখন্ড ও প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারে সমর্থ হন।
৪১. **ধানোরা ঢিবি**			**তানোর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	No. 800-Mis. Dt. 8-4-1924	ধানোরা ঢিবিটি রাজশাহী জেলাধীন তানোর থানার অন্তর্গত মাদারীপুর বাজার থেকে প্রায় ১.৫ কিমি পশ্চিমে ধানোরা গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে ঢিবির উপরিভাগ বেশ কয়েকটি তালগাছসহ বিভিন্ন প্রকার গাছপালা-লতাগুল্ম দ্বারা আবৃত। ঢিবি সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এটি যে একটি বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্থানীয় লোকজনের নিকট থেকে জানা যায় এখানে একসময় রাজবাড়ি ছিল।
৪২. **বিহারৈল ঢিবি**			**তানোর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	No. 800-Mis. Dt. 8-4-1924	বিহারৈল থেকে সংগৃহীত ১টি বুদ্ধমূর্তি রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। খনন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢিবির মাঝখানের উন্মুক্ত অঙ্গনের চারদিকে প্রাচীন প্রচলিত রীতিতে ১টি বিহার নির্মিত হয়েছিল। বিহারের পশ্চিম দেয়ালের অংশবিশেষ আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। উত্তর দেয়ালেরও কিছু অংশ অনাবৃত হয়। এ দেয়ালগুলো ছিল ১.৩৮ মি থেকে ১.৪৬ মি পুরু।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৩. বীরকুৎসা জমিদার বাড়ি			বাগমারা	২৪°৩৩'৩৯.৩"উ. ৮৮°৫৭'২৬.০"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৬ আগস্ট ২০১৮	রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলাধীন বীরকুৎসা গ্রামে এ জমিদার বাড়ি অবস্থিত। দক্ষিণমূখী এ জমিদার বাড়ির সম্মুখে (দক্ষিণে) মূল ভবনটি দ্বিতল বিশিষ্ট এবং ইটের গাঁথুনিতে চুন সুরকী ব্যবহৃত হয়েছে। ছাড়া দ্বিতল ভবনের উত্তর পূর্ব দিকে একটি একতলা ভবন রয়েছে যা দ্বিতল ভবন নির্মাণের পূর্বে ব্যবহৃত হত বলে স্থানীয় জনগণ মতামত ব্যক্ত করেন। জমিদার বাড়িটি বৃটিশ স্থাপনার গঠন বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে।
৪৪. গোয়ালকান্দি জমিদার বাড়ী			বাগমারা	২৪°৩২'৫৪.২"উ. ৮৮°৫২'২৪.৪"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৯ আগস্ট ২০১৮	গোয়ালকান্দি গ্রামে এ জমিদার বাড়ির সম্মুখে পূর্ব পশ্চিমে প্রলম্বিত ১টি একতলা ভবন এবং এর সংলগ্ন উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত ১টি দ্বিতল ভবন রয়েছে। যা জমিদার বাড়ির কাচারি বাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে স্থানীয় জনগণের কাছে জানা যায়। উক্ত দ্বিতল ভবনের পিছনে (পূর্ব দিকে) পৃথক ১টি দ্বিতল ভবন রয়েছে যা অতীতে জগধাত্রী মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হত। এছাড়া অন্যান্য স্থাপনাসমূহের ধ্বংসাবশেষ পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। জমিদার বাড়িটি বৃটিশ স্থাপনার গঠন বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে।
৪৫. রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (ছোট তরফ)		৩. নাটোর (মোট ১৫টি)	নাটোর সদর	২৪°২৫'০৯.৪"উ. ৮৮°৫৯'২২.৫"পূ.	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	নাটোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রানী ভবানী রাজবাড়িটি একটি গুরত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। উত্তরবঙ্গের জমিদারদের মধ্যে নাটোর রাজবংশের ইতিহাস ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ১৭৪৮ সালে রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী মহিয়সী নারী রানী ভবানী উক্ত জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়ে অর্ধবঙ্গ শাসন করেন। ১৮০২ সালে রানী ভবানীর মৃত্যুর পর তার দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ নাটোরের জমিদারির উত্তরাধিকারী হন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজবাড়ি বড় তরফ ও ছোট তরফ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ছোট ছেলে শিবনাথ ছোট তরফের রাজা হন। ছোট তরফে মোট ১৫ (পনের) টি কক্ষ রয়েছে। এছাড়া চারপাশে বারান্দা রয়েছে।
৪৬. রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (বড় তরফ)			নাটোর সদর	২৪°২৫'১২.৭"উ. ৮৮°৫৯'২৯.০"পূ.	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	নাটোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রানী ভবানী রাজবাড়িটি একটি গুরত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। উত্তরবঙ্গের জমিদারদের মধ্যে নাটোর রাজবংশের ইতিহাস ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ১৭৪৮ সালে রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী মহিয়সী নারী রানী ভবানী উক্ত জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়ে অর্ধবঙ্গ শাসন করেন। ১৮০২ সালে রানী ভবানীর মৃত্যুর পর তার দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ নাটোরের জমিদারির উত্তরাধিকারী হন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজবাড়ি বড় তরফ ও ছোট তরফ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বড় ছেলে বিশ্বনাথ বড় তরফের রাজা হন। বড় তরফে মোট ১১ (এগার) টি কক্ষ রয়েছে। এছাড়া চারপাশে বারান্দা রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৭. **রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (গার্ড হাউজ)**			**নাটোর সদর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	নাটোর রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত আয়তাকার আকৃতির এ ভবনটি গার্ড হাউজ নামে পরিচিত। কথিত আছে রানী ভবানী রাজবাড়িতে কর্মরত কর্মচারী ও নিরাপত্তা প্রহরীগণ এ ভবনে বসবাস করতো। এ ভবনে ৭ টি কক্ষ আছে।
৪৮. **রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (রাণী মহল)**			**নাটোর সদর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	নাটোর রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত আয়তাকার আকৃতির এ ভবনটি রানী মহল নামে পরিচিত। নাটোর রাজবাড়ির রানী ও তাঁর বংশ পরম্পরায় এ ভবনে বসবাস করতেন বলে এটি রানী মহল নামে পরিচিত। ভবনটি অত্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে।
৪৯. **রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (বৈঠক খানা)**			**নাটোর সদর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত এ ভবনটি রাজা রানীদের বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এতে ১১টি কক্ষ আছে। ভিতরে ২০টি বাহির ৪০টি দরজা রয়েছে।
৫০. **রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (মালখানা)**			**নাটোর সদর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত এ ভবনটি রাজার মালখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এতে ৫টি কক্ষ আছে। ভবনটিতে রাজাদের মালামাল রাখা হতো বলে জানা যায়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫১. রাণী ভবানীর রাজবাড়ি (হানিকুইন ভবন)			নাটোর সদর	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত ছোট তরফ সংলগ্ন এ ভবনটিতে রাণী অবকাশ যাপন করতো। এতে ৩টি কক্ষ আছে।
৫২. রাণী ভবানী রাজবাড়ির পুরোহিতদের বাসস্থান			নাটোর সদর	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	রানী ভবানী রাজবাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত এ ভবনটিতে মন্দিরের ঠাকুরগণ বসবাস করতো। এতে ১০টি কক্ষ আছে।
৫৩. রাণী ভবানী রাজবাড়ি (শ্যামসুন্দর মন্দির)			নাটোর সদর	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	শ্যামসুন্দর মন্দিরটি নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়িতে অবস্থিত উল্লোখযোগ্য অন্যতম মন্দির।
৫৪. রাণী ভবানী রাজবাড়ি (ছোট তরফের কাচারী বাড়ি)			নাটোর সদর	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	ছোট তরফের কাচারী বাড়ি নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়িতে অবস্থিত উল্লোখযোগ্য অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৫. **তাকেশ্বর শিব মন্দির (তারকেশ্বর শিব মন্দির)**			**নাটোর সদর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	নং শাঃ ঐ/১এ-১৬/৮৬/৩০০ তারিখ: ৩১-১২-১৯৮৯	তারকেশ্বর শিব মন্দিরটি নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়িতে অবস্থিত উল্লোখযোগ্য অন্যতম মন্দির।
৫৬. **দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন)**			**নাটোর সদর**	২৪°২৬'২৭.২"উ. ৮৯°০০'৩৬.৫"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০	নাটোরের যেসব প্রাচীন কীর্তি দেশ-বিদেশের পর্যটক ও দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে, 'উত্তরা গণভবন' সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। দিঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দয়ারাম রায় এ রাজবাড়িটি নির্মাণ করেন। ১৯৬৬ খ্রিঃ এ রাজপ্রাসাদটি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার দিঘাপতিয়া রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন 'গভর্ণর হাউজ'। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিঘাপতিয়া গভর্ণর হাউজকে উত্তরা গণভবন হিসেবে ঘোষণা করেন।
৫৭. **গোসাই আখড়া**			**লালপুর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	প্রজ্ঞাপন নং- সা:ঐ /১এ-১৬/৮৬/৩০০, তাং ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৯	গোসাই আখড়া নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রি. আঠার শতক। ফকির চাঁদ বৈষ্ণব গোসাই নামের একজন নাথপন্থী এর প্রতিষ্ঠাতা। ভেতরে রয়েছে মন্দির, সমাধি ও সমাবেশঘর প্রভৃতি। এককালে এ আখড়াটিই ছিল দেশের যোগী সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্র। শৈব, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, সহজিয়া ও যোগী এ কয়টি ধর্মমতের সমন্বয়ে উদ্ভূত ধর্মই নাথ ধর্ম। এ ধর্মের মূল হল দেহতত্ত্ব ভিত্তিক সাধনাচার।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৮. **মসজিদ ও মাজার**			**লালপুর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	লালপুর মসজিদ ও মাজার নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রি. সতের-আঠার শতক। ভেল্লাবাড়িয়ার বাসিন্দা শাহ বাগু দেওয়ান (র.) নামের একজন সিদ্ধ পুরুষ এর স্থাপনাগুলো নির্মাণ করেছিলেন। প্রধান আকর্ষণ একটি মসজিদ ও একটি মাজার। মূল অবস্থায় মসজিদটির গায়ে একটি শিলালিপি ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাগণ আদি অবয়ব বদল করে আধুনিক মসজিদ স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলমান রেখেছে।
৫৯. **চলনবিল জাদুঘর**			**গুরুদাসপুর**	২৪°২৩'৪৪.৪"উ. ৯°১৫'৩৬.২"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২১ জুন ২০০৯	চলনবিলের ইতিকথার লেখক ও বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ সাহেবের প্রচেষ্টায় বেসরকারিভাবে ১৯৮৭ সালে চলনবিল জাদুঘর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮১ সালে নাটোরের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক সাদেকুল হক ৫ কাঠা জমি দান করেন। দেশী বিদেশী দাতা সংস্থার আর্থিক অনুদানে গড়ে ওঠা এ জাদুঘরটি ১৯৯০ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকে রেজিষ্ট্রি করে দেয়। এ জাদুঘরের প্রদর্শিত প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে বাদশাহ আলমগীর ও নাসির উদ্দিনের নিজ হাতে লেখা কোরআস শরিফ জেমালেলে কোরআন, বৃক্ষ ছালে লেখা পত্রাবলী, প্রাচীন মুদ্রা, সেকালের সমরাস্ত্র উল্লেখযোগ্য।
৬০. **তাড়াস ভবন**		**৪. পাবনা** (মোট ১২টি)	**পাবনা সদর**	২৪°০০'১৭.৫"উ. ৮৯°১৪'০১.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৪ জুন ১৯৯৮	তাড়াস ভবনটি ১৮ শতাব্দীতে নির্মিত এবং ইন্দো ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর সংমিশ্রণে নির্মিত ১টি দ্বিতল ভবন। তাড়াসের জমিদার রায় বাহাদুর বনমালি রায় এ ভবনটি নির্মাণ করেন। এ ভবনের খিলানাকৃতির বড় বড় পিলারগুলো অলংকরণ সমৃদ্ধ। সম্পূর্ণ রাজবাড়িটি জুড়েই রয়েছে বিভিন্ন রকমের অলংকরণ এবং বিশেষ করে ভবনটির অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ ১টি কক্ষের ছাদ ব্রোঞ্জের তৈরি এবং জাকজমকপূর্ণ অলংকরণ শোভিত। এ ভবনের নীচ তলায় বিভিন্ন পরিমাপের ৬টি কক্ষ ২টি স্নান ঘর, উপরতলায় ৭টি কক্ষ এবং দুটি স্নান ঘর এবং উপরে ১টি চিলেকোঠা রয়েছে।
৬১. **জোড় বাংলা মন্দির**			**পাবনা সদর** রাঘবপুর	২৪°০০'০৫.৩"উ. ৮৯°১৪'৪২.১"পূ.	No. 6701-P Dt. 05-05-1928	জোড় বাংলা মন্দির বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। ২টি দোচালা ঘর যুক্ত করে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ মন্দিরে কোনো শিলালিপি নেই। তবে মুর্শিদাবাদের নবাবের তহসিলদার জনৈক ব্রজ মোহন ক্রোরী কর্তৃক এ মন্দির ১৮ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরটি বেশ দেবে যায়। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের সামনের দিকে ৩টি অর্ধবৃত্তাকারের খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ আছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬২. **চাটমোহর শাহী মসজিদ**			**চাটমোহর**	২৪°১৩'৩৮.৯"উ. ৮৯°১৭'২৭.৭"পূ.	No. F.18-37/54-Ests. Dt. 3-11-1954	চাটমোহর শাহী মসজিদে একটি শিলালিপি ছিল। শিলালিপিটি বর্তমানে রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় সুলতান-উল-আযম আবুল ফতেহ মোহাম্মদ মাসুম খানের রাজত্বকালে তুয়ী মোহাম্মদ খান কাকশালের পুত্র খান মোহাম্মদ (কাকশাল) এ ঐতিহাসিক মুসলিম স্থাপনাটি নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদের প্রবেশ পথের উপরে ১টি শিলালিপি রয়েছে, যেটি মসজিদের সামনের কূপ থেকে নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। শিলালিপিতে কালেমা তাইয়েবা উৎকীর্ণ আছে।
৬৩. **জগন্নাথ মন্দির**			**চাটমোহর** হাণ্ডিয়াল	২৪°১৯'০০.২"উ. ৮৯°২১'৩৩.২"পূ.	No. 3913-P Dt. 02-04-1934	বাংলাদেশে টিকে থাকা হিন্দু মন্দিরগুলোর মধ্যে জগন্নাথ (হাড়িয়াল) মন্দির একটি প্রাচীনতম মন্দির। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের প্রবেশ পথের ডান পাশের নিচের দিকে একটি শিলালিপি স্থাপিত রয়েছে। শিলালিপির ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায় জনৈক ভবানী প্রসাদ কর্তৃক ১৫১২ শতাব্দে (১৫৯০ খ্রিঃ) মন্দিরটির সংস্কার কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। এতে ধারণা করা যায় যে, এর অনেক আগে আনুমানিক ১০০ বছর আগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকে এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরে খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশ পথের উপরিভাগ খাঁজকাটা। প্রবেশ পথের দুপাশে সুন্দর কারুকার্য রয়েছে। বর্গাকার মন্দিরটি ক্রমাগত সরু হয়ে কলস শোভিত সুক্ষ্ম চূড়াতে শেষ হয়েছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে পোড়ামাটির ফলক, বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি এবং লতাপাতার দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে।
৬৪. **বাংলা মন্দির** (বাংলা ঘর)			**চাটমোহর** হাণ্ডিয়াল	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	No. 3913-P Dt. 02-04-1934	এটি একটি দোচালা বাংলা মন্দির। মন্দিরের পাকা ছাদ বাংলাদেশের দোচালা ঘরের মত করে নির্মিত বলে মন্দিরটি বাংলা মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরের দরজার উপরে একটি শিলালিপি ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। শিলালিপির ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায়, ১৭০১ শতাব্দে (১৭৭৯ খ্রিঃ) ব্রজরাম দাসের পুত্র কর্তৃক দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।
৬৫. দোলদেবী তলা 'রাধা বল্লভ বিগ্রহ'	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে		**চাটমোহর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৬৬. মদন গোপাল বিগ্রহ	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে		**চাটমোহর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৭. রাধাকান্ত বিগ্রহ	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে		**চাটমোহর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৬৮. বেরুয়ান জামে মসজিদ			**আটঘরিয়া** চাঁদভা	২৪°০৬'২৪.৬" উ. ৮৯°১১'৪১.৩" পূ.	সবিম স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৬.১৯৯.১৯-১৯০ তারিখ: ১৬ জুন ২০২১	বেরুয়ান জামে মসজিদটির গায়ে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায় না। মসজিদটির নির্মাণকাল আনুমানিক ১৭ শতকের শেষে বা আঠার শতকের শুরুতে বলে ধারণা করা হয়। মসজিদটি আয়তাকার এবং তিন গম্বুজ-বিশিষ্ট। বাইরে থেকে এর দৈর্ঘ্য ১৪.১৯ মিটার, প্রস্থ ৫.৯০ মিটার এবং ভেতর থেকে দৈর্ঘ্য ১৩.৩০ মিটার, প্রস্থ ৪.০০ মিটার। এর চারটি বহির্কোণে রয়েছে ৪টি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে সংস্কারের ফলে এর আদি বৈশিষ্ট্য অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে।
৬৯. শম্ভুচাঁদ ঠাকুরের সমাধি আশ্রম	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে		**ফরিদপুর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৭০. **জোড় বাংলা মাজার**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে		**ভাংগুড়া**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৭১. **সুজানগরের জমিদার আজিম চৌধুরীর বাড়ি**			**সুজানগর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ৮ মার্চ ২০১৮	রহিম উদ্দিন চৌধুরীর পুত্র আজিম চৌধুরী ১২০ বিঘা জমির তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে নির্মাণ করেছিলেন অত্যাধুনিক ডিজাইনের দ্বিতল বহু দুয়ারি এবং বহু কক্ষ বিশিষ্ট এ অট্টালিকা। এ জমিদার বাড়ির চারিদিকে পরিবেষ্টিত ছিল ৬০ বিঘার একটি দর্শনীয় দিঘি। জমিদার বাড়িতে ছোট বড় প্রায় ৭০ থেকে ৮০টি কক্ষ ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া জমিদার বাড়ির সন্নিকটে ১টি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। মসজিদের প্রবেশ পথের উপরে স্থাপিত শিলালিপি থেকে জানা যায় এটি ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।
৭২. **কাচারী বাড়ি আর এন ঠাকুর** (রবীন্দ্র কাচারী বাড়ি)		**৫. সিরাজগঞ্জ** (মোট ১০টি)	**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৩১.৫"উ. ৮৯°৩৫'৩৮.৮"পূ.	No. 994-111.175/66 Dt. 19-09-1969	জোড়াসাঁকোর ঠাকুর জমিদারদের বাংলাদেশে যে কয়টি বিখ্যাত বাস ভবন ছিল তার মধ্যে অন্যতম হল শাহজাদপুরের কাচারী বাড়ি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবধারায় নির্মিত এ দ্বিতল সুরম্য অট্টালিকাটি করতোয়া নদীর একটি খালের উত্তর পাড়ে অবস্থিত। বর্তমানে ভবনটি বিশ্ব কবির স্মৃতি বিজড়িত স্থান হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৩. **পোতাজিয়া মন্দির** (পোতাজিয়া নবরত্ন মন্দির)			**শাহজাদপুর** পোতাজিয়া	২৪°০৯'২৫.৭" উ. ৮৯°৩৪'০৫.৬"পূ.	No. F.18-37/54-ESts. Dt. 03-11-1954	পোতাজিয়া মন্দির ১টি নবরত্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ধারণাকরা হয় যে, এ মন্দিরটি আনুমানিক ১৭ শদাব্দীতে নির্মিত।
৭৪. **শাহজাদপুর দরগাহ মসজিদ** (হযরত মখদুম মসজিদ)			**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৩৯.৭"উ. ৮৯°৩৬'২১.৫"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	এ মসজিদটি সুলতানী আমলের একটি কীর্তি। মখদুম শাহদৌলা শহীদ কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। সম্ভবত: ১৫ শতাব্দীতে গৌড়ের কোনো সুলতানের অর্থানুকূল্যে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৯.১৩ মিটার ও প্রস্থ ১২.৬০ মিটার। পনের গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের বর্তমানে মসজিদ কমিটি কর্তৃক যে আধুনিক সংস্কার কাজ হয়েছে তাতে প্রাচীন সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সম্পূণরূপেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
৭৫. **হযরত মখদুম শাহদৌলা (রা:) এর মাজার শরীফ**	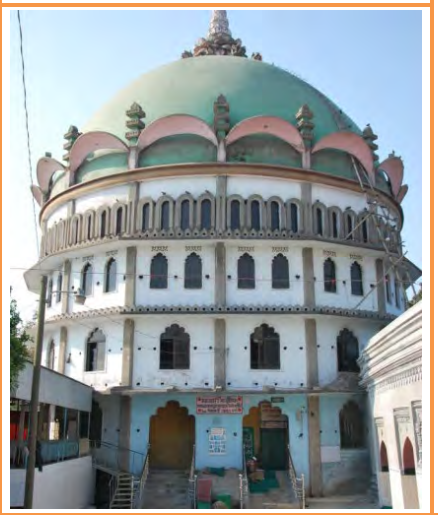		**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৩৯.০"উ. ৮৯°৩৬'২১.৯"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	হযরত মখদুম শাহ দৌলা (রহ) এর সমাধি শাহজাদপুর উপজেলা পরিষদ থেকে প্রায় ১ কিমি পূর্বে বাঙ্গালী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। তিনি ইয়ামেন থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য সঙ্গী সাথী সহ এ স্থানে আগমন করেন। পরবর্তীতে এখানকার স্থানীয় রাজার সাথে তাঁর বিরোধ ঘটে এবং রাজার সাথে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে তিনি শহীদ হলে এই স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এই মাজার ১৬ টি আর. সি. সি পিলারের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এর উচ্চতা ৩২ মি.।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৬. **হযরত মখদুম শাহদৌলা (রাঃ) এর ওস্তাদ শামছুদ্দিন তাবরিজি (রাঃ) এর মাজার শরীফ**			**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৪০.০"উ. ৮৯°৩৬'২২.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	সামসুদ্দীন তাবরিজি (রহ) এর সমাধি শাহজাদপুর শাহী মসজিদ সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। তিনি হযরত মখদুম শাহ দৌলা (রহ) এর ওস্তাদ ছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য তিনি ইয়েমেন থেকে হযরত মখদুম শাহ দৌলা (রহ) এর সাথে এ স্থানে আগমন করেছিলেন। যদিও এ সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মাজারের ভিতরে ৪ মি ও বাহিরের দেয়াল ১ মি টাইলস দ্বারা মেরামত করা হয়েছে। এটি একটি অক্টোগোনাল মাজার।
৭৭. **নবরত্ন মন্দির** (হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির)			**উল্লাপাড়া** হাটিকুমরুল	২৪°২৫'৫৮.৪"উ. ৮৯°৩৩'১০.৭"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ এপ্রিল ১৯৮৭	তিনতলা বিশিষ্ট বর্গাকার এ মন্দিরটি পোড়ামাটির ফলকসমৃদ্ধ নয়টি চূড়া দ্বারা সুশোভিত ছিল। এ মন্দিরটি প্রায় দিনাজপুর জেলার কান্তজিউ মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত। চারদিকে টানা বারান্দাসহ মধ্যস্থলে উপাসনা কক্ষটি বেশ বড়। মন্দিরে সর্বমোট ৯টি চূড়া ছিল, তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার চূড়া প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। মন্দিরে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিকদের মতে মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ১৭-১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত ১টি নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।
৭৮. **শিব মন্দির (১)**			**উল্লাপাড়া** হাটিকুমরুল	২৪°২৫'৫৪.৯"উ. ৮৯°৩৩'০৬.৮"পূ .	বাংলাদেশ গেজেট ২ এপ্রিল ১৯৮৭	নবরত্ন মন্দির থেকে আনুমানিক ১৮৫ মি দক্ষিণ-পশ্চিমে সমসাময়িক একটি মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা এটাকে বড় শিব মন্দির বলে থাকে। উঁচু ইটের পাকা বেদীর উপর বর্গাকারে এ মন্দিরটি নির্মিত। মন্দিরের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫.৬০ মি। এর চৌচালা বাঁকা ছাদ ও বাঁকা কার্ণিশ বিশিষ্ট এ মন্দিরটির পূর্ব দিকে একটি দরজা রয়েছে। ইমারতের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরের দেয়াল চুন সুরকির পরেস্তারা করা এবং এতে কোন নকশা দেখতে পাওয়া যায় না। পূর্ব দিকের দেয়ালের গায়ে একটি পাথরের লিপি ফলক ছিল। যা কয়েক বছর আগে রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের জনৈক কর্মকর্তা নিয়ে গেছেন বলে জানা যায়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৯. **শিব মন্দির (২)**			**উল্লাপাড়া** হাটিকুমরুল	২৪°২৫'৫৯.৭"উ. ৮৯°৩৩'১১.১"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ এপ্রিল ১৯৮৭	হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির থেকে আনুমানিক ৫০ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে গ্রাম্য রাস্তার পাশে একটি ধ্বংস প্রায় ছোট মন্দিরের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকজন এটাকে শিব মন্দির বলে অভিহিত করে থাকে। অষ্টাকোণাকৃতি এই মন্দিরটি ভূমি থেকে উপরে ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে এবং এটির ছাদ একটি অষ্টাকোণাকৃতি গম্বুজের দ্বারা আবৃত। মন্দিরের প্রত্যেকটি বাহু ৩.৩৫ মিটার। গঠন প্রণালী, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণের আলোকে আলোচ্য এ শিব মন্দিরটি উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত বলে অনুমিত।
৮০. **বাংলা ঘর (বাংলা মন্দির)**			**উল্লাপাড়া** হাটিকুমরুল	২৪°২৬'০০.৪"উ. ৮৯°৩৩'১০.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ এপ্রিল ১৯৮৭	হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির থেকে প্রায় ৭০মি উত্তর-পশ্চিমে এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের পরিমাপ ৭.৬০×৪.৫০ মি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই ইমারত বাংলার বিশেষ স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করে দোচালা ঘরের আকারে নির্মিত। স্থানীয়ভাবে এটা বাংলা ঘর নামে খ্যাত। মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্জ বা চিত্রফলক নেই। স্থানীয় লোকদের মতে অন্তপূরের মহিলাদের পূজা অর্চনার জন্য এই মন্দিরটি পৃথকভাবে সম্ভবত জমিদার শ্রী রামানাথ ভাদুড়ী কর্তৃক উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে নির্মিত হয়েছিল।
৮১. **বিরাট রাজার বাড়ী ও পাশ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত পুরাকীর্তি**			**রায়গঞ্জ** ক্ষীরতলা	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর ১৯৮৭	বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কের নিমগাছী বাসস্ট্যান্ড হতে প্রায় ৫ (পাঁচ) মাইল পশ্চিমে নিমগাছী নামক একটি অতি প্রাচীন স্থান আছে। এখানে অনেকগুলো ঢিবি এবং বড় বড় দীঘি আছে। এসব ঢিবির মধ্যে দুটি ঢিবির একটি ঢিবি বিরাট রাজার বাড়ী নামে খ্যাত। ঢিবিদ্বয়ের স্থানে স্থানে দেয়ালের অংশবিশেষ উন্মুক্ত দেখা যায়। এ ২টি ঢিবিতে প্রাচীন কোন মন্দির বা স্তুপের ধ্বংবাসশেষ লুকায়িত আছে বলে অনুমিত। এ ২টি ঢিবি ও এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, একদা এখানে একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ গড়ে উঠেছিল।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮২. **রাজা গোপীনাথের ধাপ**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	**৬. বগুড়া** (মোট ৪৯টি)	**বগুড়া সদর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৮৩. **স্কন্ধের ধাপ**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৩৫.০"উ. ৮৯°২১'০১.৬"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে 'কার্তিকেয় মন্দিরের' উল্লেখ আছে। এ মন্দির ছিল পুন্ড্রনগরে। স্কন্ধের ধাপকে অনেকে সেই কার্তিকেয় মন্দির বলে মনে করেন। রামচরিতে যে স্কন্ধনগরের কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে শোনিতপুর বলে একটি নগরী আছে, সেই স্কন্ধনগরকেও বর্তমান ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে কেউ কেউ অভিন্ন বলে ধরে থাকেন।
৮৪. **নিতাই ধোপানীর পাট**			**বগুড়া সদর** গোকুল	২৪°৫৬'০৮.৯"উ. ৮৯°২০'৩১.৭"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	জনপ্রবাদ অনুসারে বাংলার রোমাঞ্চকর লোক কাহিনীর নায়ক-নায়িকা বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত। মনসাদেবীর সহচরী নেতাই ধোপানীর আবাসস্থলই নেতাই ধোপানীর পাট বা ঘাট। মনসার বস্ত্রাদি ধোলাই কালে কাল সাপে কাটা মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পান এ ঘাটে। নিঃসন্দেহে এটি ধর্মীয় কাল্পনিক অনুভূতি বা চিত্তাকর্ষক গল্প। পরীক্ষামূলক খননের মাধ্যমে জানা যায়, এ ঢিবিতে মধ্য যুগীয় (১২০০ খ্রিঃ থেকে ১৮০০ খ্রিঃ) আমলে নির্মিত একটি বিরাট মন্দির বা স্তুপ জাতীয় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
৮৫. **লক্ষীন্দরের মেধ** (গোকুল মেধ)			**বগুড়া সদর** গোকুল	২৪°৫৬'১০.৪"উ. ৮৯°২০'১১.৮"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1992	খননের ফলে এ প্রত্নস্থলে এমন একটি স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় যার যথার্থ পরিচয় (স্তুপ?/ মন্দির?) নির্ণয় করা দূরূহ কাজ। এখানে নানা আয়তনের ১৭২টি কুঠুরী আবিষ্কৃত হয়। খননের ফলে যে সমস্ত চিত্রফলক ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া গেছে তাতে এর আদি নির্মাণকাল ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরবর্তী গুপ্তদের সময়ে ছিল বলে ধারণা করা হয় এবং সেগুলি নির্দেশ করে যে এ বিশালাকার ধ্বংসাবশেষটি ক্রশাকার ও বহুতল বিশিষ্ট ভিত্তি মন্ডপের উপরে বৌদ্ধদের একটি কেন্দ্রীয় উপাসনালয় ছিল।
৮৬. **খামার ধাপ**			**বগুড়া সদর** গোকুল	২৪°৫৫'৫৯.৬"উ. ৮৯°২০'১২.৯"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ক্ষতিগ্রস্ত এ ঢিবির দক্ষিণ পূর্ব কোণে পূর্ব-পশ্চিমে ১টি ইটের দেয়াল পরিলক্ষিত হয়। প্রাপ্ত দেয়ালের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৪ ফুট লম্বা এবং উচ্চতা ২.৫০ ফুট। অল্প কিছু প্রাচীন মৃৎপাত্র ঢিবিটির উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ঢিবিটির চতুর্দিকে ১০ হেক্টর এলাকা জুড়ে ইট পাটকেল ও মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ঢিবিটি দেখে মনে হয় এখানে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতকের কোন ধর্মীয় স্থাপনা লুকায়িত আছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮৭. **ওঝা ধনন্তরীর ভিটা**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৪৭.৩"উ. ৮৯°১৯'৪৪.৫"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	বাংলার রোমাঞ্চকর লোক কাহিনী বেহুলা-লক্ষিন্দরের সঙ্গে ওঝা ধনন্তরীর ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়। ওঝা ধনন্তরীর আবাস ভূমির নামই ওঝা ধনন্তরীর ভিটা। ওঝা ধনন্তরী স্বর্পে কাটা রোগীর চিকিৎসক। মনসা দেবীর বিষে বিপন্ন জীবন ফিরিয়ে দেয়ার জন্য চাঁদ সওদাগরের একমাত্র পুত্র লক্ষিন্দরকে ওঝা ধনন্তরী চিকিৎসা দিয়েছিলেন। এ প্রত্নস্থল ও সংলগ্ন আবাদী এলাকা থেকে ইটের ভগ্নাংশ ও প্রচুর মৃৎপাত্রের টুকরো পাওয়া গেছে।
৮৮. **ষষ্ঠিতলা** (ষষ্ঠিতলা মন্দির)			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৫৮.০"উ. ৮৯°১৮'৪৬.৫"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ঢিবিতে প্রচুর পরিমাণে ইট-পাটকেল ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর পাদদেশে ও উপরিভাগ ছড়িয়ে থাকা সাংস্কৃতিক নিদর্শণের চিহ্ন থেকে অনুমিত হয় যে, এ ঢিবিতে গুরুত্বপূর্ণ ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
৮৯. **রাশমঞ্চ** (রাসমঞ্চ মন্দির)			**বগুড়া সদর** গোকুল	২৪°৫৫'৫৬.৫"উ. ৮৯°১৮'৪৪.৪"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	দোলমঞ্চ (রাসমঞ্চ) ঢিবিটি চাঁদমুহা হরিপুর গ্রামের উত্তর পাশে এবং সোনা রায় বিলের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। বর্তমানে এর দক্ষিণ পাশে মাটি কেটে আবাদি জমি তৈরি হয়েছে
৯০. **কাঁচের আঙ্গিনা**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৫৬.২"উ. ৮৯°১৮'৩৪.৭"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ঢিবির উপরে অসংখ্য ইট পাটকেল ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বর্তমানে ঢিবিটি বাশঝাড় ও অন্যান্য গাছপালা দিয়ে আচ্ছাদিত। ঢিবির নিচে গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থাপনা লুকিয়ে আছে বলে অনুমিত হয়

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯১. **সওদাগর ভিটা**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৫১.৭"উ. ৮৯°১৮'৩৮.০"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ঢিবির উপরে অসংখ্য ইট পাটকেল ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বর্তমানে ঢিবিটি বাশঝাড় ও অন্যান্য গাছপালা দিয়ে আচ্ছাদিত। ঢিবির নিচে গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থাপনা লুকিয়ে আছে বলে অনুমিত হয়।
৯২. **ধন ভান্ডার ঢিবি**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৫'৪৬.৮"উ. ৮৯°১৮'৩১.০"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ঢিবিটি আকারে চোঙ্গাকৃতির ও উপরি ভাগ ঘনবিন্যস্ত। ঢিবিটির পাদমূলে ইটের ভগ্নাংশ ও মৃৎপাত্রের টুকরা দেখা যায়। ঢিবিটির গভীরে পার্থিব স্থাপত্যিক কাঠামো রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মাটি কাটার ফলে প্রায় ৫ ফুট পরিমাপে ধাবমান ইটের দেয়াল পরিলক্ষিত হয়। ঢিবিটি চাঁদ সওদাগরের বাড়ির বহিরাংশ বলে মনে হয়।
৯৩. **দুলু মাঝির ভিটা**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৬'১৩.৪"উ. ৮৯°১৮'৪৫.৮"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	সামুরাই বিলের দ্বারা উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে পরিবেষ্টিত এ স্থানটি দুলুমাঝির ভিটা নামে পরিচিত। এ বিরাট ঢিবির ব্যাস প্রায় ১২০ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার। ঢিবির সর্বত্রই প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। ফলে ধারণা করা যায় যে, এখানে বিরাট আকারের কোনো স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ লুকায়িত আছে।
৯৪. **সন্ন্যাসীর ধাপ- ১নং** (ছোট টেংরার ধাপ)			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৬'৪৯.৬"উ. ৮৯°১৮'০৮.৩"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	এ ঢিবিটি ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়ায় বহু পূর্ব হতে ঢিবির মাটি কেটে সম্পূণরূপে বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ঢিবিকে আবাদি জমিতে পরিণত করেছে। তবে প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন পো-শি-পো বিহার বা ভাসু বিহার পরিদর্শন করেছিলেন তখন তিনি যে অবলোকিতেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা এ ছোট ট্যাংরা ঢিবিতেই ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯৫. **সন্ন্যাসীর ধাপ- ২নং** (বড় টেংরার ধাপ)			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৬'৩৩.৫"উ. ৮৯°১৮'২৩.৭"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	১৯৯২ সালে গুপ্ত (৩১৮-৫৭৮ খ্রিঃ) আমলের মথুরা শৈলী রীতিতে লালচে আভা যুক্ত বেলে পাথরের তৈরি একটি বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। সমীক্ষায় বলা যায়, ট্যাংরা গ্রামের সন্ন্যাসীর ধাপটি গুপ্ত যুগের একটি বিশালাকার বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।
৯৬. **সন্ন্যাসীর ধাপ- ৩নং** (টেংরা) (সরলপুর)			**বগুড়া সদর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	সন্ন্যাসীর ধাপ প্রত্নঢিবিটি গোকুল মেড় হতে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৯০'০"। উচ্চতা পার্শ্ববর্তী আবাদী জমি থেকে প্রায় ২৭'০"। চতুরস্র আকৃতির জন্য এটা সহজেই অনুমেয় যে, এ ঢিবিতে কোনো শিখরযুক্ত ইমারতের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত আছে।
৯৭. **কানাই ধাপ**			**বগুড়া সদর** নামুজা	২৪°৫৬'৪৫.২"উ. ৮৯°১৯'২১.৯"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ শা:উ/১এ-৩০/৮০/২৮৬ ২৭ মে ১৯৮৪	১৮৬২ সালে কানাই ধাপ থেকে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা (১২) আবিষ্কৃত হয়েছিল। এর মধ্যে দুটি স্বর্ণ মুদ্রা শনাক্ত করা গেছে। একটি চন্দ্রগুপ্ত (৩১৮-৫৭৮ খ্রিঃ) নামাংকিত ও অপরটি কুমারগুপ্তের সময়কালের। তাছাড়া সদ্যোজাত, গনেশ, লক্ষ্মী, কুবের (?), গুপ্ত যুগীয় রামায়ণ বিধৃত এরূপ বহু পোড়ামাটির চিত্রফলক কানাই ধাপ হতে পাওয়া গেছে। প্রণিধান যোগ্য প্রাপ্তি হলো, পূর্বাঞ্চলীয় ব্রাহ্মী বা আদি বাংলায় লিখিত পোড়ামাটির সীল। কানাই ধাপটি গুপ্ত যুগের অপার্থিব স্থাপত্যিক কাঠামো বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমিত হয়।
৯৮. **গোদাইর বাড়ী ধাপ**			**বগুড়া সদর** মথুরা	২৪°৫৬'৫১.৮"উ. ৮৯°১৯'৩৩.২"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া বিভাগ এলবি/১এ-৪৪/৭৬/৮২/২(৪) - সংক্রী ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৭	মহাস্থানগড় জাদুঘর থেকে প্রায় তিন কিমি পশ্চিমে এ ঢিবি অবস্থিত। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' এ বর্ণিত স্কন্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ সম্ভবত এ ঢিবিতেই আবৃত আছে। ১৯৩৪ সালে এখানে সীমিত আকারের খনন পরিচালনা করা হয়েছিল

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯৯. **মঙ্গলকোট**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫৬'৩২.৬"উ. ৮৯°১৯'২৮.০"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থানগড় দুর্গপ্রাচীরের অনতিদূরে বর্তমানে পলিবাড়ি গ্রামে মঙ্গলকোট নামক ঢিবিটি অবস্থিত। সীমিত আকারে খননের ফলে প্রচুর সংখ্যক পোড়ামাটির মাথা ও দেহের উর্ধ্বাংশসহ পোড়ামাটির মাথা পাওয়া যায়। যার মধ্যে বেশ কিছু সর্প ফনাযুক্ত ও আবক্ষ মূর্তি, যার অধিকাংশই নারী মূর্তির ভগ্নাবশেষ। খননে প্রাপ্ত দগ্ধ ও অদগ্ধ প্রায় সকল মূর্তির উৎকীর্ণ গহনা, সুবিন্যস্ত কেশ, মুখের ভঙ্গি ও সুঠাম দেহ নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগীয় (খ্রিঃ ৩১৮-৫৭৮ অব্দ) পোড়ামাটি শিল্পকর্মের অপূর্ব নিদর্শন। মূর্তিগুলো অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় পাওয়া যায়। খননে বিহারের অবকাঠামো উন্মোচিত হয়েছে। ধারণা করা যায় এখানে একটি মন্দির ছিল।
১০০. **খুল্লানীর ধাপ**			**বগুড়া সদর** নামুজা	২৪°৫৭'৪১.৬"উ. ৮৯°১৯'৩৪.৪"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থান দূর্গ নগরী হতে প্রায় ২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে চিংগাশপুর গ্রামে খুলনার ধাপ ঢিবিটি অবস্থিত। ২০০২-০৩ অর্থবছরে সীমিত আকারে খননের ফলে ধারণা করা যায় যে এখানে কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। ঢিবিটিতে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশসহ প্রত্নবস্তু দেখা যায় ।
১০১. **পদ্মার দরগাহ** (পদ্মার বাড়ি)			**বগুড়া সদর** নামুজা	২৪°৫৭'১৯.৮"উ. ৮৯°১৯'৫১.৭"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থানগড় দুর্গ প্রাচীর সংলগ্ন কালিদহ সাগরের মধ্যে পদ্মার বাড়ি ধাপ অবস্থিত। এটি মূল ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন এবং বর্ষা কালে পদ্মার বাড়ি ধাপটিকে একটি দ্বীপের মতো মনে হয়। এ প্রত্নস্থলে প্রচুর প্রাচীন সাংস্কৃতিক জঞ্জাল পরিলক্ষিত হয়। ইটের আকৃতি ও খোলামকুচি দৃষ্টে অনুমিত হয় ধাপটি খ্রিঃ ষষ্ঠ শতক হত ৭ম শতকে নির্মিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা।
১০২. **মাদারির দরগাহ**			**বগুড়া সদর** নামুজা	২৪°৫৭'২৩.১"উ. ৮৯°১৯'৪৬.৩"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ঢিবিটিতেই ইটের ভগ্নাংশ ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক পোড়ামাটির গুটিকা, বল, স্বল্প মূল্যবান পাথরের গুটিকা সংগ্রহ করছে বলে জানা যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ঢিবিটি একটি অপার্থিব স্থাপত্যিক কাঠামো বা স্তুপা। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকা পার্থিব জনবসতি ছিল। তবে সঠিক তথ্য প্রমাণের অভাবে ঢিবিটির নির্মাণ কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০৩. **মোহাম্মদ আলী প্যালেস**			**বগুড়া সদর**	২৪°৫০'৫৪.৫"উ. ৮৯°২২'৩৫.৬"পূ.	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	এ নবাব বাড়িটি ইতিহাস ও ঐতিহ্যবাহী একটি প্রাচীন স্থাপত্য। নবাব বাড়ীর স্থাপত্যশৈলী (ইন্দো-ইউরোপীয়) প্রধান প্রবেশ দ্বারের নকশা ও স্থাপত্যশৈলী দেয়ালে অঙ্কিত রণক্ষেত্রের দৃশ্য, ব্যবহার্য আসবাবপত্রে নকশা ও স্থাপত্যশৈলী, যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রসমূহ, বিভিন্ন শিল্পকর্ম এবং সৌদিবাদশা কর্তৃক উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত গ্রাউনগুলো শুধু নবাব বাড়িটির ঐতিহ্য বহন করে না বরং জীবন্ত ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে।
১০৪. **ছাগলনাইয়া ঢিবি**			**বগুড়া সদর** নামুজা	২৪°৫৭'৪৬.৩"উ. ৮৯°১৯'২৭.৬"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩ আগস্ট ২০০৬	খুলনার ধাপ হতে প্রায় ২ কিমি পশ্চিমে চিংগাশপুর গ্রামে ছাগলনাইয়ার ধাপ ঢিবিটি অবস্থিত। ঢিবিটির আয়তন প্রায় ১২৫ী ১২০ী ৩.৫ মিটার। এ ঢিবি থেকে স্থানীয় জনসাধারণ প্রচুর পরিমান ইট উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে বেশকিছু গর্ত লক্ষ্য করা যায়। ঢিবিটিতে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশসহ প্রত্নবস্তু দেখা যায়। ঢিবিটি উৎখনন করে এর নিচে লুকায়িত ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব।
১০৫. **খেরুয়া মসজিদ**			**শেরপুর** শাহ বন্দেগী	২৪°৩৯'৩২.৯"উ. ৮৯°২৫'০১.৭"পূ.	No. F.16/61/50-Ests. Dt. 5-8-1950	মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপির তথ্য অনুযায়ী হিজরী ৯৮৯/ ১৫৮২ খ্রি. জওহর আলী কাকশালের পুত্র মীর্জা মুরাদ খান কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। অতি সুন্দর কারুকার্য করা কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে নির্মিত হলেও মসজিদের বাইরের দেয়ালে কোন পোড়ামাটির চিত্রফলক নেই।
১০৬. **জামুর ঢিবি**			**শেরপুর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ এপ্রিল ২০১১	জামুর ঢিবিটি প্রায় ১.৫০ একর জায়গার উপর অবস্থিত। ঢিবিটির উচ্চতা আনুমানিক ৯.১০ মিটার। ঢিবিটিতে ছোট ছোট বন জঙ্গলে ভরপুর। ঢিবির বিভিন্ন জায়গায় প্রাচীনকালের ছোট ছোট ইট দৃশ্যমান হয়ে আছে। এ ইটগুলো সংগ্রহ করার জন্য স্থানীয় জনগন বিভিন্ন সময় ঢিবিটি কেটে ইটগুলো নিয়ে যায়। যার ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি তার নিজস্বতা হারাচ্ছে। আবার ঢিবি অনেক স্থানে দেখা গেলো বড় ধরনের গর্ত করে ঢিবির ভিতরে প্রবেশ করা হয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০৭. **মহাস্থানগড়** (মহাস্থানগড় দুর্গ প্রাচীর)			**শিবগঞ্জ** রায়নগর	২৪°৫৭'৩৮.৬"উ. ৮৯°২০'৪২.৪"পূ.	No.1233 Misc. the 22nd November, 1920	মহাস্থানড় বা পুন্ড্রনগর বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। তিন দিকে পরিখা, এক দিকে করতোয়া নদী বেষ্টিত প্রায় ১৫২৫ মিটার লম্বা ও ১৩৭০ মিটার চওড়া এ পুন্ড্রনগরী। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হতে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী হতে খ্রিস্টীয় ১৫শ শতক পর্যন্ত এ নগর খুব জাঁকজমকপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী ছিল। বেশ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পরাক্রান্ত মৌর্য, গুপ্ত, পাল এবং বহু হিন্দু সামন্ত রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ফ্রান্স যৌথ খননের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, প্রাচীন পুন্ড্রনগর বর্তমান মহাস্থানগড় দুর্গ নগরী খ্রিঃ পূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর প্রথমদিকে গোড়াপত্তন হয়েছিল।
১০৮. **মহাস্থান মসজিদ** (ফরুখশিয়ার মসজিদ)			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৬'৫৯.০"উ. ৮৯°২০'৫৩.২"পূ.	No. F-5-2/63-A & M Dt. 27-4-1965	মহাস্থান দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সুলতান বলখী মাহীসওয়ারের মাজার সংলগ্ন এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদটির প্রবেশ পথের উপর প্রোথিত লেখা প্রস্তর ফলক হতে জানা যায়, ১১৩০ হিজরীতে (১৭১৯ খ্রি.) ফারুক শিয়রের রাজত্বের ৭ম বৎসরে খোদাদিল নামক ব্যক্তি কর্তৃক এটি নির্মিত। মসজিদের ভিতরের দেয়ালের অলংকরণ মোটামুটি ঠিক থাকলেও বর্হিদেয়ালের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বাংশে মোজাইক এবং পশ্চিমে টাইলস দ্বারা অলংকরণ বিকৃত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাচীন মসজিদের চর্তুদিকে আধুনিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।
১০৯. **খোদাই পাথর ঢিবি** (খোদাই পাথর ভিটা)			**শিবগঞ্জ** রায়নগর	২৪°৫৭'০২.৬"উ. ৮৯°২০'৫১.৭"পূ.	No. 2637-Mis. Dt. 30-12-1922	খোদাই পাথর ভিটা ঢিবির উপরে মাঝামাঝি স্থানে বিরাট আকারের একটি গ্রানাইট পাথর আছে। স্থানীয় লোকজন এ কারণে এটিকে খোদার পাথর ভিটা বলে নামকরণ করেছে। পাথরখন্ডটিতে নানা প্রকার ফুল, পাতা ও মূর্তি খোদাই করা নকশা থেকে পূর্বে এটিকে খোদাই পাথর ঢিবি বলে নামকরণ করা হয়েছিল। ১৯০৭ সালে খননের ফলে দেখা যায় যে, বৃহদায়তনের পাথরটি ২.৭২ মিটার লম্বা একটি দেয়ালের উপরিভাগমাত্র। পাথরের চারিদিকে ১.৫১ মিটার গভীর মাটি সরানোর ফলে ১টি মন্দিরের পাথরের মেঝে আবিষ্কৃত হয়।
১১০. **মানকালীর কুণ্ড মসজিদ** (মানকালীর ঢিবি)			**শিবগঞ্জ** রায়নগর	২৪°৫৭'০৮.২"উ. ৮৯°২০'৫১.৩"পূ.	No.2637 Misc. 30th December, 1922	খোদার পাথর ভিটা থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তর-পূর্বদিকে একটি উঁচু ঢিবি ছিল। পন্ডিতদের মতে ঘোড়াঘাটের 'মানখালীদের' নামানুসারে এ ভিটাটির এরূপ নামকরণ হয়েছে। মানখালীগণ বাংলার সুলতানী আমলে খুব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে শুঙ্গ যুগের কয়েকটি চিত্রফলক ও বিখ্যাত পোড়ামাটির পাত্রের টুকরাদি ছাড়াও সুলতানী যুগের একটি উল্লেখযোগ্য জামে মসজিদের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১১. **পরশুরামের প্রাসাদ**			**শিবগঞ্জ** রায়নগর	২৪°৫৭'০১.২"উ. ৮৯°১৯'৫৮.১"পূ.	No.2637 Misc. 30th December, 1922	পরশুরামের প্রাসাদ ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ের অভ্যন্তরে যেসব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। স্থানীয়ভাবে এটি তথাকথিত হিন্দু নৃপতি পশুরামের প্যালেস নামে পরিচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে তিনটি নির্মাণ যুগের স্থাপত্যিক কাঠামো উন্মোচিত হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত নিদর্শন অনুযায়ী এ প্রত্নস্থানটি ৭ম থেকে ১৫শ শতাব্দীর।
১১২. **বৈরাগির ভিটা**			**শিবগঞ্জ** রায়নগর	২৪°৫৭'৩৩.৪"উ. ৮৯°২০'৪৩.৭"পূ.	No.2637 Misc. 30th December, 1922	পরশুরামের প্রাসাদ থেকে প্রায় ৬০০ মটার উত্তর-পশ্চিমে বৈরাগীর ভিটা নামে একটি বিরাট ঢিবি ছিল। আয়তাকার এ ঢিবি ছিল পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে প্রায় ৩.০৩ মি. উঁচু। ১৯২৮-২৯ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সর্বপ্রথম কে.এন.দীক্ষিতের তত্ত্বধানে এখানে খননকার্য করা হয়। খননের ফলে এখানে প্রথম ও শেষ পাল যুগের ২টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এছাড়াও বৈরাগীর ভিটায় গভীরতর স্তরে খননের ফলে প্রথম পালযুগীয় ইমারতের নীচে কমপক্ষে ২টি নির্মাণ যুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।
১১৩. **বিষ মর্দন** (বিশ মর্দন)			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৭'২৯.৮"উ. ৮৯°২০'০৮.৫"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	পশ্চিম দুর্গপ্রাচীরের ১০০ ফুট পশ্চিমে কালিদহ সাগরের মধ্যস্থিত স্থানে এ ঢিবির অবস্থান। বর্ষাকালে ঢিবিটি একটি দ্বীপের মতো মনে হয়। দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৯০ মি, প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ১৫ মি এবং উচ্চতা ২ মি। দক্ষিণাংশে স্থাপত্যিক কাঠামো উন্মোচিত হয়েছে। ঢিবিটির উপরিভাগে মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইটের স্থাপত্যিক কাঠামো দৃষ্টে মনে হয় ঢিবিটি প্রাক-মধ্য যুগীয় আমলের।
১১৪. **গোবিন্দ ধাপ মন্দির** (গোবিন্দ ভিটা)			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৭'৪৬.০"উ. ৮৯°২০'৪৪.৮"পূ.	No. 1637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থানগড় দুর্গ নগরীর বাহিরে করতোয়া নদী ঘেঁষে গোবিন্দ ভিটার অবস্থান। গোবিন্দ ভিটায় খননে বহু মূল্যবান প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি মৃৎপাত্রে ইলিয়াস শাহ (১৩৭৫ খ্রি.) হতে সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের (আনু. ১৪৮০ খ্রি.) সময় পর্যন্ত কয়েকজন স্বাধীন সুলতানী আমলের ১৮টি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। গোবিন্দ ভিটায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলো খ্রিঃ পূর্ব হতে খ্রিঃ ১৫ শতক পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়। তাছাড়া মূল স্থাপত্যিক কাঠামোটি খ্রিঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর। ধারণা করা যায়, খ্রিঃ পূর্ব ৪র্থ শতাব্দের পূর্বেও এখানে জনবসতি ছিল। কিন্তু ঐ সময়ের কোন ইমারত গড়ে ওঠেনি।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১৫. লহানার ধাপ			শিবগঞ্জ	২৪°৫৭'৫৬.৯"উ. ৮৯°১৯'২৬.৮"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	লহনার ধাপ ঢিবিটি ইট হরণকারীদের দ্বারা যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং এর ফলে প্রাচীন ইট নির্মিত একটি প্রাচীরের কিছু অংশ বের হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এখানে প্রাচীন মৃৎপাত্র ও পাথরের ভগ্নাংশ প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে এখানে একটি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ লুকায়িত আছে।
১১৬. ডাকিনির ধাপ			শিবগঞ্জ	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	এ প্রত্নস্থলটিতে একদা একজন তান্ত্রিক মহিলা তার বসতি স্থাপন করেন বিধায় জায়গাটির নাম ডাকিনির ধাপ। বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সেকেন্দ্রাবাদ গ্রামে এই ঢিবিটি অবস্থিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে ইট ও পাথরের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এটি ৭ম-৮ম শতকের স্থাপনা বলে অনুমিত হয়।
১১৭. সুর দীঘির ধাপ			শিবগঞ্জ	২৪°৫৮'২২.৭"উ. ৮৯°১৯'১৪.৬"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	যদিও প্রত্নস্থলটির নামের সাথে দিঘীযুক্ত রয়েছে কিন্তু এর আশপাশে কোন দিঘীর আস্তিত্ব নেই। ধাপটির পাদমূলে একটি ছোট পুকুর রয়েছে। স্থানীয় নাম অনুসারে ধাপটির দক্ষিণে অনতিদূরে 'দু' সতিনের পুকুর' নামে একটি বড় দিঘী রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে সুর দিঘীর ধাপের বিদ্যমান মন্দির বা স্তূপা আসলে প্রাক-মধ্য যুগীয় আমলের
১১৮. কাঞ্জির হাড়ি ধাপ			শিবগঞ্জ	২৪°৫৮'২৬.২"উ. ৮৯°১৯'০২.০"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	বিহার আকৃতির বড় আকারের এ ধাপটি মহাস্থান জাদুঘর থেকে অনতিদূরে সেকেন্দ্রাবাদ গ্রামে অবস্থিত। দু'সতিনের পুকুর, শব্দল দিঘী, মালপুকুরিয়া, যোগীর ধাপ, সুর দিঘীর ধাপ এ প্রত্নস্থলটির মোটামুটি কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত। ধাপটির পরিমাপ পূর্ব পশ্চিমে ১৪৫ মিটার, উত্তর দক্ষিণে ১৪০ মিটার, উচ্চতা ৭ মিটার। বিহারটি প্রাক-মধ্য যুগীয় প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা বলে অনুমিত হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১৯. ধনিকের ধাপ			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৮'২৫.২"উ. ৮৯°১৯'১৫.৬"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	ধনিকের ধাপ (ডাকিনির ধাপ) হল ১টি প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের ঢিবি। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে প্রাপ্ত নমুনা থেকে অনুমান করা হয় যে, এটি ৭ম-৮ম শতাব্দীর কোন স্থাপত্যিক কাঠামো ধ্বংসাবশেষের প্রত্নঢিবি।
১২০. মালিনীর ধাপ			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৮'০৯.৮"উ. ৮৯°১৯'২৫.৬"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মালিনী নামটি মালি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যার অর্থ ফুল উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী। এলাকার অস্পষ্ট জনশ্রুতি রয়েছে পুন্ড্রনগরের ক্ষত্রিয় রাজা পরশুরামের ফুল সরবরাহকারীর নাম অনুসারে এ প্রত্নস্থলটির নামকরণ করা হয়েছে। এ ধাপটির উপরিভাগ শক্ত ও প্রায় অক্ষত। সাইটটির উপরে প্রচুর ইট ও মৃৎপাত্রের টুকরো সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আকার আকৃতিতে মনে হয় প্রত্নস্থলটি ১টি স্তুপা। ঐতিহাসিকদের মতে মালিনীর ধাপে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাগুলো প্রাক-মধ্য যুগীয় আমলের।
১২১. দোলমঞ্চ ঢিবি			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৫'৫৬.৫"উ. ৮৯°১৮'৪৪.৪"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	এ ঢিবিটি স্থানীয় জনগণের নিকট দোলমঞ্চ নামে পরিচিত। এর ভিত্তি অংশের ব্যাসার্ধ ১০০ ফুট। চার পাশের সমতল ভূমি থেকে এর সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট। এর কোনো কোনো অংশে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মাটি অপসারণের ফলে ইটের দেয়াল অনাবৃত হয়ে পড়েছে। ঢিবির নাম, দেয়ালের বিন্যাস ও ঢিবির আকৃতি অনুযায়ী এখানে একটি শিখর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ গচ্ছিত আছে বলে ধারণা করা যায়।
১২২. মাদারতলা নিশানঘাটি			**শিবগঞ্জ** বিহার	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ এলবি/১এ-১০/৭৮/১০৬/(৩) - সংক্রী ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮	ভাসুবিহার থেকে আধ মাইল দক্ষিণ- পূর্বদিকে অবস্থিত এ ঢিবি স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিকট মাদার তলা নিশান ঘাটি নামে পরিচিত। এর আকৃতি গোলাকার এবং এর ব্যাস ৯৫০ ফুট ।পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে এটা ১০ ফুট উচ্চ। শীর্ষদেশের প্রচুর ইট ও পাটকেল ছড়িয়ে আছে।এসব সাংস্কৃতিক নিদর্শণ, ঢিবির আকৃতি ও নামের তুলনামূলক আলোচনা থেকে মাদার পীরের মাজারের অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২৩. **তোতারাম পন্ডিতের ধাপ** (বিহার ধাপ)			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৭'৫১.১"উ. ৮৯°১৭'৫৬.৫"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থানগড় হতে প্রায় ছয় কিমি পশ্চিমে নাগর নদীর তীরে বিহার গ্রামে বিহার ধাপ বা তোতারাম পন্ডিতের ধাপ ঢিবিটি অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে ১টি আয়তকার সংঘারাম, ১টি মন্দিরের ভিত্তিভূমি ও প্রায় ৩০০টি বিভিন্ন ধরনের প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। তোতারাম পন্ডিতের ধাপে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে সুলতান সিকান্দার শাহের আমলের (১৩৫৭-১৩৮৭) রৌপ্যমুদ্রা, ১টি ব্রোঞ্জের ধ্যানীবুদ্ধ, কিছু পোড়ামাটির ফলক, ৩টি পোড়ামাটির মূর্তির মস্তকের অংশ, কিছু পাথরের পুঁতি, অলংকৃত ইট ও বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্র উল্লেখযোগ্য।
১২৪. **নরপতির ধাপ** (ভাসু বিহার)			**শিবগঞ্জ** বিহার	২৪°৫৮'৫৮.৮"উ. ৮৯°১৭'৫০.৯"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	মহাস্থানগড় হতে ছয় কিমি উত্তর-পশ্চিমে ভাসুবিহার গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে একটি বৃহদাকার উঁচু ঢিবি আছে। যা স্থানীয়ভাবে ভাসুবিহার নামে খ্যাত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে মাঝারি আকারের দুইটি বৌদ্ধ বিহার ও অর্ধ-ক্রুশাকৃতির একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মুক্ত হয়েছে। এ সমস্ত স্থাপত্যিক নিদর্শন ছাড়াও এ প্রত্নস্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রচুর প্রত্নবস্তু আবিস্কৃত হয়েছে।
১২৫. **সন্ন্যাসীর ধাপ** (ভাসু বিহার)			**শিবগঞ্জ** গোকুল সরলপুর	২৪°৫৮'৫৮.৮"উ. ৮৯°১৭'৫০.৯"পূ.	No. 2637-Mis Dt. 30-12-1922	স্থানীয়ভাবে ঢিবিটির মাটি কেটে সমান করে ঈদগাহ মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
১২৬. **জিয়তকুণ্ডু**			**শিবগঞ্জ**	২৪°৫৭'১৭.২"উ. ৮৯°২০'৫২.২"পূ.	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	জিয়তকুণ্ডু নামে পরিচিত ইটের তেরী কূপটির উপরের অংশের ব্যাস ৩.৮৬ মিটার। চতুষ্কোণাকৃতির একটি গ্রানাইট পাথর কূপের অভ্যনএরর উপরের অংশে স্থাপিত। সম্ভবত পানি উত্তোলনের কাজে এই পাথরটি ব্যবহৃত হতো। কূপটির তলদেশ পর্যন্ত আরো দুই সারিতে বেশকিছু প্রস্তর খন্ড আংশিক বাহিরে রেখে দেয়ালের ভেতর প্রোথিত রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২৭. **শালিবাহন রাজার বাড়ী স্তুপ**			**কাহালু** আড়োলা	২৪°৫৪'১৯.৩"উ. ৮৯°১৬'৩৪.০"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া বিভাগ ৮ মার্চ ১৯৭৬	ঢিবিটি আকৃতিতে প্রায় বর্গাকার এবং পরিমাপ উত্তর দক্ষিণে ১৯০ মি., পূর্ব পশ্চিমে ১৬০ মি. এবং পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি হতে উচ্চতা ৬ মি.। ঢিবিটি আকৃতিতে বিহারের অনুরূপ। ঢিবিটিতে সর্বত্র প্রাচীন মৃৎপাত্রে ও ইটের প্রাচুর্যতা খুব বেশী। একটি ইটের দেয়াল উন্মোচিত অবস্থায় আছে। দেয়াল তৈরিতে চুন সুরকি কাদা মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ঢিবিটি প্রাক মধ্য যুগীয় আবাসভূমি বলে প্রাথমিকভাবে অনুমিত হয়।
১২৮. **যোগীর ভবন**			**কাহালু** আড়োলা	২৪°৫৪'৪৮.০"উ. ৮৯°১৬'৫৩.৫"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বর শা:৬/প্র:অধি:-১১/৯৬ তারিখ: ৩০-০৭-২০০১	প্রাচীন নাথ সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি যোগীর ভবন মহাস্থানগড় দুর্গ নগরী থেকে প্রায় ৮ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। যোগীর ভবনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো একটি প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরগুলোর একটির লিপিমালা নিম্নরূপ- 'সর্বসিদ্ধ সন ১১৪৮ শ্রী সুফলা (১৭৪১ খ্রি.)'। বেষ্টনীর বাহিরে আরও চারটি মন্দির রয়েছে। এগুলোর নাম কাল ভৈরব, সর্বমঙ্গলা, দূর্গা ও গোরক্ষনাথের মন্দির। ধারণা করা হয়, এ স্থানে পূর্বে কোন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল এবং তারই ধ্বংসাবশেষের উপরে নাথ সম্প্রদায়ের আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে।
১২৯. **কানসকুয়া** (কানচকুয়া)			**কাহালু** আড়োলা	২৪°৫৪'৪৭.৯"উ. ৮৯°১৬'৫২.৬"পূ.	প্রজ্ঞাপন নং- সবিম/শা:৬ /প্রত্ন: অধি: -, তাং ৩০ জুলাই ২০০১	কানসকুয়া (কানছ/কানচ কুয়া) যোগীর ভবনের অঙনে অবস্থিত একটি কূপ। এটির নির্মাণকাল আনুমানিক আঠার-উনিশ শতক।ধারণা করা হয় যে, যোগীদের জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে এ কূপটি খনন করা হয়েছিল।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩০. **সাজাপুর ঢিবি**			**শাহজাহানপুর**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ এপ্রিল ২০১১	সাজাপুর ঢিবির আশেপাশে কোন বাড়ি নেই, সব ধানি জমি। প্রায় ১ একর জায়গা জুড়ে ঢিবিটি বিস্তৃত। ঢিবিটির নিচের দিকে আয়তন প্রায় ৩০০ মিটার, যা ক্রমশ সরু হয়ে উপরে দিকে উঠে গিয়েছে। উচ্চতা প্রায় ৯ মিটার। ঢিবিটির সর্ব উপরের স্থানটি সমতল। তবে ঢিবির মাঝখানের স্থানটিতে আনুমানিক ১ মিটার উচু স্থান দেখতে পাওয়া যায়।
১৩১. **দুবলহাটি প্রাসাদ**		৭. **নওগাঁ** (মোট ১৪টি)	**নওগাঁ সদর**	২৪°৪৭'১২.২"উ. ৮৮°৫২'৫৯.২"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ এপ্রিল ১৯৮৭	দুবলহাটি প্রাসাদ খ্রি. ১৯ শতকের প্রাচীন স্থাপনা, যা তৎকালীন জামিদার রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী নির্মাণ করেন। বিশাল প্রসাদের বাহিরে ছিল দীঘি, মন্দির, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ১৬ চাকার রথসহ বিভিন্ন স্থাপনা। প্রাসাদের সামনে রোমান স্টাইলের বড় বড় পিলারগুলো জমিদারদের রুচির পরিচয় বহন করে।
১৩২. **পাহাড়পুর বিহার** (পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার)			**বদলগাছী**	২৫°০১'৫২.১"উ. ৮৮°৫৮'৩৭.১"পূ.	No. 211-Misc. Dt. 15-7-1919	পাহাড়পুর বিহার বা সোমপুর বিহার দ্বিতীয় পাল নৃপতি ধর্মপালদেব (৭৭০-৮১০খ্রিঃ) নির্মাণ করেন। এ বিহারের চারটি বর্হিদেয়াল ঘেষে মোট ১৭৭ টি ভিক্ষু কক্ষ আছে। এ ভিক্ষু কক্ষগুলোর সামনে দিয়ে টানা বারান্দা রয়েছে। উত্তর বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে আছে বিহারের প্রবেশের জন্য হলঘর যুক্ত প্রধান তোরণ। বিহারের কেন্দ্রস্থলে একটি সুউচ্চ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দন্ডায়মান রয়েছে।
১৩৩. **সত্যপীরের ভিটা**			**বদলগাছী**	২৫°০১'৫০.২"উ. ৮৮°৫৮'৫৩.১"পূ.	No. 6300 L.A. 30 May 1934	স্থানীয় জনগণের নিকট সত্যপীর ভিটা নামে পরিচিত এ প্রত্নকেন্দ্রে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত রয়েছে। মন্দিরটি বৌদ্ধ মহাযান মতাদর্শের তারা দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরটির ভূমি পরিকল্পনা আয়তাকার। উত্তরাংশের মূল গর্ভগৃহের সম্মুখে রয়েছে একটি মন্ডপ কক্ষ এবং এদের চারপাশে রয়েছে অপ্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ। এছাড়া মন্দির চত্বরটি ১৩২টি নিবেদন স্তুপের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে পূর্ণ। এসবই আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের প্রত্ননিদর্শন।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩৪. **হলুদবিহার ঢিবি** (হলুদ বিহার)			**বদলগাছী** বিলাশবাড়ী	২৪°৫৫'৫৬.৯"উ. ৮৮°৫৮'১৯.৯"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া বিভাগ নং-এলবি/১এ-৩১/৭৬/৫৬৬, সংক্রী, তারিখ: ২৮ আগস্ট ১৯৭৬	হলুদ বিহার ঢিবিটি স্থানীয়ভাবে হলুদ রাজার বাড়ী নামে পরিচিত। ঢিবিটি পূর্ব- পশ্চিমে ৭৭.৫০ মিটার এবং উত্তর দক্ষিণে ৪৫.০০ মিটার বিস্তৃত। এবং পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি হতে প্রায় ৯.৫০ মি উচু। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে পরিমাপের একটি মন্দির কমপ্লেক্সের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। এ ধ্বংসাবশেষের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং এখানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর আলোকে এ মন্দির পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের সমসাময়িক বলে অনুমিত।
১৩৫. **ধীবর পিলার** (কৈবর্ত পিলার)			**পত্নীতলা**	২৫°০৭'২০.০"উ. ৮৮°৩৭'১৪.৪"পূ.	The Calcutta Gazette Dt. 8th October 1931	পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার থেকে ১৪ মাইল বরাবর পশ্চিমে একটি বিরটাকার দীঘি দেখা যায়। এ মধ্যখানে বেলে পাথরের নির্মিত অষ্টকৌণিক স্তম্ভ দন্ডায়মান। স্তম্ভের চূড়াটি কারুকার্যময় মুকুটের আকারে নির্মিত হয়েছে। পন্ডিতদের ধারণা, খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকে কৈবর্ত রাজাদের শাসনামলে এ স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল।
১৩৬. **চৌজা মসজিদ**			**মান্দা**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	নং-শাঃ৬/প্রত্নঃ অধিঃ-১৬/৯৮/৭১০(১) তারিখ: ১৯-০৬-২০০২	এ মসজিদটি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার অন্তর্গত চৌজা গ্রামে অবস্থিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদে মোট তিনটি খিলান দরজা এবং চার কোণায় চারটি বুরুজ রয়েছে। অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এ মসজিদের বুরুজগুলো কিছুটা ভিন্নতর। মসজিদের কার্ণিশ মুঘল আমলের সরল রেখায় নির্মিত। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।
১৩৭. **কুসুম্বা মসজিদ**			**মান্দা**	২৪°৪৫'১০.০"উ. ৮৮°৪০'৫৩.৩"পূ.	No. 585-E Dt. 14-3-1910	এ মসজিদের পূর্বদিকে একটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দীঘি আছে। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের ছাদ ছয়টি গম্বুজ দ্বারা আচছাদিত। প্রতি কোণে রয়েছে একটি করে অষ্ঠাকৌণিক বুরুজ। এর প্রতিটি খিলান-দরজা এবং মিহরাবের মুখ খাজ কাটা। এ মসজিদে লাগানো একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের শাসনামলে জনৈক সোলায়মান কর্তৃক ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩৮. **মহীসন্তোষ মসজিদ**			**ধামুইরহাট**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	The Calcutta Gazette Dt. the 16th April, 1925	এ প্রত্নকেন্দ্রে একটি ঘাটির দুর্গ ও কয়েকটি জলাশয় আছে। দুর্গটির দক্ষিণ দিকে ১৯৬৬ সালে বরেন্দ্র গবেষণা পরিষদ কর্তৃক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়েছিল। এ খননের ফলে এ স্থানে একটি বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছিল। এ ছাড়া এখানে স্বাধীন সুলতানী আমলের গোড়ার দিকের একটি ও উভয় ভারতীয় প্রতিহার রাজা রাজাপালের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এর ফলে পন্ডিতদের ধারণা ওই যে, এস্থানে মধ্যযুগীয় রারকাবা টাকশালের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। অচিরেই এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করা আবশ্যক।
১৩৯. **আগ্রাদ্বিগুন মাউন্ড**			**ধামুইরহাট**	২৫°১০'৪০.৮"পূ. ৮৮°৪২'১৪.২"পূ.	No. 1238 Mis. Dt. 22nd November 1920	পাশাপাশি অবস্থিত ২টি গ্রাম আগ্রা ও দ্বিগুন মিলে আগ্রা-দ্বিগুন নামক স্থানে এ প্রাচীন ঢিবিটি অবস্থিত। এখানে অসংখ্য প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এবং অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। এখানকার অধিকাংশ প্রাচীন কীর্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও একটি বড় ঢিবি এখনও টিকে আছে। এখান থেকে অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে।
১৪০. **জগদ্দল বিহার**			**ধামুইরহাট**	২৫°০৯'৩২.৩"উ. ৮৮°৫৩'১৫.৫"পূ.	No. 1193 Mis. Dt. 25 June 1923	এ প্রত্নস্থানের কোন কোন অংশে ইটের দেয়ালের গাঁথুনী অনাবৃত আছে। এ ছাড়া এর পৃষ্ঠদেশে অসংখ্য ইটের ভগ্নাংশ দেখা যায়। এ প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে প্রাপ্ত স্থাপত্যিক কাঠামো ও প্রত্নবস্তু থেকে ধারণা করা হয় যে, এখানে একটি মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এ বিহারটি একাদশ দ্বাদশ শতকে পাল বংশের রাজা রামপাল কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪১. **বাদল পিলার/গারুদা পিলার** (ভীমের পান্টি)			**ধামুইরহাট**	২৫°০৬'১৯.৩"উ. ৮৮°৫৬'০৪.৩"পূ.	No. 1238 Mis. Dt. 22 November 1920	মঙ্গলবাড়ি বাজার থেকে প্রায় ৪০০ মি. দক্ষিণে নিচু বিলের মাঝখানে এ স্তম্ভটি অবস্থিত। স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি গরুড় মূর্তি ছিল। যা বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে। বর্তমানে স্তম্ভের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় ২৮ পঙ্ক্তির একটি শিলালিপি আছে। এ শিলালিপিতে পাল নৃপতি নারায়ণপাল দেবের রাজত্বকালে (৮৫৪-৯০৮খ্রিঃ) নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরব মিশ্রের এ প্রশস্তিতে তাঁর পিতা কেদার মিশ্র, পিতামহ সোমেশ্বর মিশ্র, প্র-পিতামহ দর্ভপাণি, প্র-প্র-পিতামহ গর্গ প্রমুখ সম্পর্কে প্রশংসা বাক্য রয়েছে।
১৪২. **কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পতিসর কাচারী বাড়ী ও তৎসংলগ্ন কীর্তিসমূহ**			**আত্রাই**	২৪°৩৭'০০.৫"উ. ৮৯°০৫'২১.৮"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ জুলাই ১৯৯৩ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	নাগর নদীর তীরে একটি ঢিবির মনোরম পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের এ কাছারি বাড়ি অবস্থিত। এ বাড়িতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন সময় থাকতেন না। জমিদারী দেখাশুনার সময় তিনি মাঝে মাঝে এখানে আসতেন এবং সে সময় তার নৌকাতে অবস্থান করতেন। প্রায় বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত একতলা বিশিষ্ট এ ভবন। দক্ষিণমুখী সিংহদ্বার বিশিষ্ট ভবনের সম্মুখ ভাগে নাগর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত মাঠ রয়েছে।
১৪৩. **কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিউশন**			**আত্রাই**	২৪°৩৬'৫৬.৭"উ. ৮৯°০৫'১৬.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ আগস্ট ২০১৭	পতিসর গ্রামে 'কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন অবস্থিত। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে ১৯৩৭ সালে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর জমিদারী পরগনার কোষাগারের অর্থে জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের নামে মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের পশ্চিম অংশে মাটির দেয়ালের উপর টালি ও টিনের ছাউনী দিয়ে ২ (দুই) টি আয়তাকার ঘর নির্মাণ করে কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন নামে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৪৪. **ইসলামগাথী জামে মসজিদ**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে		**আত্রাই**	২৪°৩৫'২০.৪"উ. ৮৯°০১'৪৭.৫"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলাধীন ইসলামগাথী গ্রামে ইসলামগাথী জামে মসজিদটি অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪৫. তুলসীগঙ্গা নদীর তীরে ছোট্ট ঢিবি		**৮. জয়পুরহাট** (মোট ০৪টি)	**পাঁচবিবি**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তুলসী গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরেও যে অসংখ্য প্রাচীন ইমারত ছিল, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে অবস্থিত বেশ কয়েকটি প্রাচীন ঢিবি ও প্রায় ২ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে স্থানে স্থানে ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশের অস্তিত্ব দেখে। নদী তীর থেকে অল্প দূরে অবস্থিত ঢিবিগুলো জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। একটি ঢিবির উপর পড়ে আছে ৪ মিটার দীর্ঘ ধূসর বর্ণের এক খন্ড গ্রানাইট পাথর। কোনো ইমারতের 'লিন্টেল' বলে অনুমিত এ প্রস্তর খন্ডে যে উৎকৃষ্ট কারুশিল্পের নিদর্শন আছে। অন্যান্য ঢিবির উপরেও বড় বড় প্রস্তরখন্ড দেখা যায়।
১৪৬. নওপুকুরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ			**পাঁচবিবি**	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	একই স্থানে ৯টি বিরাট জলাশয় আছে বলে এ স্থানের নাম নওপুকুরিয়া। জলাশয়গুলো অত্যন্ত প্রাচীন এবং আকারে এত বৃহৎ যে, এগুলোকে পুকুর না বলে দিঘি বলাই অধিক সঙ্গত। দিঘিগুলোতে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। দিঘিগুলোর পাড়ে ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইট ও পাথরের তৈরি অসংখ্য ইমারতের ভিত্তি চোখে পড়ে। আর চোখে পড়ে ইট ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশ। একটি সুবৃহৎ ইমারতের ধ্বংসাবশেষকে ধনভান্ডার বলে চিহ্নিত করা হয়। এখান থেকে কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।
১৪৭. উছাই গ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ (মহীপাল)			**পাঁচবিবি** পাথরঘাটা	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	প্রায় ১০/১২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যে বিরাট জনপদের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব দেখা যায়। মহীপুর নাম এবং এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন থেকে এ স্থানকে পাল নৃপতি প্রথম মহীপালের (৯৮৮-১০৩৮ খ্রি:) সাথে যুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়। এখানে ব্যবহৃত পাথরখন্ডগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই গ্রানাইট পাথর। মহীপালের নামের সাথে জড়িত ২টি দিঘির মধ্যবর্তী ধ্বংসস্তুপ নামে পরিচিত এ ঢিবিটির উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার। সমগ্র ঢিবির উপরে বর্তমানে ইট, পাথর, ইটের টুকরো ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।
১৪৮. কাশিয়া বাড়ি ঢিবি (কাশিয়া বাড়ি ধাপ)			**পাঁচবিবি** পাথরঘাটা	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	কাশিয়া বাড়ি ধাপ তুলসী গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত এ ঢিবির ব্যাস প্রায় ৭০ মিটার ও উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার। বর্তমানে টিকে থাকা এ ঢিবির উপরে প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া ইষ্টক নির্মিত প্রশস্ত প্রাচীরের চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখা যায়। ঢিবির উপরে আছে কয়েকটি বট ও অশ্বত্থ গাছ। এখানে বিভিন্ন ধরনের পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হতে জানা যায়।